রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৯, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

১০ই চৈত্র ১৪০৩/২৪শে মার্চ ১৯৯৭

এস,আর,ও নং-৮১-আইন/৯৭/শ্রজম/শা-৯/রায়-২/৯৩—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, খুলনা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথাঃ—

মামলার নম্বর

১। আই,আর, ও ৫৩/৯৫
২। সি ২৫/৯৪
৩। সি ৩০/৯৪
৪। সি ১২৮/৯৪
৫। সি ১৪২/৯৪
৬। সি ১৪৭/৯৪
৭। সি ১৬৩/৯৪
৮। সি ৪৪/৯২

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব(শ্রম)।

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ, খুলনা।

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন,

সদস্য ঃ (১) জনাব দেলোয়ার হোসেন,
(২) জনাব নূরুল ইসলাম,

মোকদ্দমা নং আই,আর,ও-৫৩/৯৫

প্রার্থীঃ মংলা বন্দর কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৪২৫
পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, বন্দর মংলা,
থানা মংলা, জেলা বাগেরহাট।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ,
বয়রা, খুলনা ও অপর একজন।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নামঃ জনাব কে, আলী,
প্রতিপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নামঃ জনাব লুৎফুজ্জামান তালুকদার,
উপ-শ্রম পরিচালক।

শুনানীর তারিখ ঃ ১-১-৯৬ ও ২-১-৯৬ইং
রায়ের তারিখ ঃ ৬-১-৯৬ইং।

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক একটি মামলা। প্রার্থী পক্ষের মামলা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ—

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রার্থীর ইউনিয়নসহ তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন আছে। তন্মধ্যে প্রার্থীর ইউনিয়ন নির্বাচিত সিবিএ ইউনিয়ন। শ্রমিক কর্মচারী সংঘ-এর রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৪, ইহার বিগত নির্বাচনে প্রার্থী ইউনিয়নের বহু চাঁদাদাতা সদস্যদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১৯-৬-৯৫ইং তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ৬-৭-৯৫ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। উক্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে প্রার্থীর ইউনিয়নের অধিকার ক্ষুন্ন হইবে বিধায় প্রার্থী বাদী হইয়া আই,আর,ও-২৮/৯৫ নং মামলা দায়ের করেন এবং ঐ মামলায় প্রদত্ত ১১-৭-৯৫ইং তারিখের আদেশ দ্বারা ভোটার তালিকা এবং নির্বাচনী সিডিউল বেআইনী ও ভুল সাব্যস্তে ঐ সমুদয় সংশোধনপূর্বক গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হইবার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করা হয়। প্রার্থীর ইউনিয়নের জনৈক চাঁদাদাতা সদস্য মোল্যা ফরিদুজ্জামান ৭৮৪ নং ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং জনৈক সদস্য মোঃ সিরাজুল হক এর বিরুদ্ধে একই সাথে দুইটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণের অভিযোগ করিয়া ফৌজদারী ৮/৯৫ নং মামলা দায়ের করেন এবং আসামীরা জামিনে মুক্তি লাভ করে ও মামলাটি এখনও বিচারাধীন আছে। মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ৯৮৭) এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী মোঃ সাজ্জাদুল ইসলামকে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের বিধান বহির্ভূতভাবে অপসারণ করিয়া একজন জুনিয়র সহ-সভাপতিকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পদে আসীন করতঃ তাহার সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কারণ দর্শাইয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে মর্মে প্রকাশ করেন এবং নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বে উক্ত

ইউনিয়নের নির্বাচনের প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা প্রার্থীর ইউনিয়নকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ ভোটার তালিকার মধ্যে প্রার্থী ইউনিয়নের ১২৯ জন চাঁদা দাতা সদস্যগণের নাম বর্তমান থাকায় প্রার্থীর ইউনিয়ন উহার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন। ঐ কাজী আসাদুল ইসলাম প্রতিপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উক্ত ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বিপাক্ষিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের যাবতীয় খাতাপত্র তলব করিয়া নিজস্ব হেফাজতে আনেন এবং দাখিলী আপত্তির বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং তদন্তের কাজে আসাদুল ইসলামের আপত্তি, অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়। মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংগ রেজি নং ৭৮৪-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুর রাজ্জাক উক্ত ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আই,আর, ও-৩৭/৯৫ নং মামলা দায়ের করেন যাহা এখনও বিচারাধীন। এ সংঘ রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৪ ইহার গঠনতন্ত্রের বিধান বিরোধী কার্য কলাপে লিপ্ত এবং ইহার নেতৃবৃন্দ আন-ফেয়ার লেবার প্রাকটিস(Unfair labour practice) এ নিয়োজিত এবং তাহারা শিল্প ওয়ার্ক অধ্যাদেশের বিধি বিধান সমূহ লংগন করিয়া ইউনিয়নের কর্মকান্ড পরিচালনা করিয়াছেন এবং অন্যান্য ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়া মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘে যোগদান করিবার জন্য তাহাদের ডিউটির সময়ে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদেরকে অহরহ চাপ প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ঐ কাজ সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছেন এবং প্রাথী ইউনিয়নের সদস্যদের চাঁদা দিতে নিষেধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ফলে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের নেতৃবৃন্দ আই, আর, ও-২৮/৯৫ নং মামলায় প্রদত্ত ১১-৭-৯৫ ইং তারিখের রায় প্রতিপালন না করিয়া তড়িঘড়ি ১৩-৮-৯৫ ইং তারিখে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং ঐ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ শ্রম আইন ও বিধি বিধান ভংগ করিয়া বহুবিধ অপরাধ সংঘটন করেন। তজ্জন্য প্রার্থীর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শফি, মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও নির্বাচন কমিটিসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে উক্ত অধ্যাদেশের ১৬,৫০, ৫৪,৫৫,৬২ ধারামতে শাস্তির দাবীতে ফৌজদারী ৯/৯৫ নং মামলা দায়ের করেন এবং সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য আসামীর জামিনের প্রার্থনা না মঞ্জুর করতঃ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয় এবং তাহারা পরবর্তিতে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। ফৌজদারী ৯/৯৫ নং মামলা এখনও বিচারাধীন এবং আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইবার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের সদস্য সংখ্যা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মরত মোট শ্রমিকদের ৩০% জনের কমপ্রার্থী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শফি প্রতিপক্ষের নিকট ৩০-৯-৯৫ইং তারিখে এক দরখাস্ত দাখিল করেন যাহা প্রতিপক্ষের অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বাক্ষর ও মোহর অংকন দ্বারা গ্রহণ করেন। ঐ দরখাস্তের মধ্যে বর্ণিত জনাব মোহাম্মদ শফি মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ এর নগণ্য সংখ্যা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত মোট শ্রমিক কর্মচারী ৩০% শতাংশে আছে মর্মে সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হইয়া তবে ঐ ইউনিয়নের দরখাস্তের ভিত্তিতে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামীয় প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করেন। মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ প্রকৃত অবস্থায় নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে তৃড়িত মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সি,বি,এ, নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এক দরখাস্ত দাখিল করেন। তাহা প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষ ২১-৮-৯৫ তারিখে প্রার্থীর ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন এবং প্রার্থীর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ২৫-৮-৯৫ তারিখের উত্তর দ্বারা বিচারাধীন আই,আর,ও-২৮/৯৫ নং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত দরখাস্তের প্রতি কর্নপাত না করিয়া পুনরায় ১৭-৯-৯৫ তারিখে প্রার্থীর ইউনিয়নের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট পত্র প্রেরণ করেন যাহার উত্তর ২৫-৯-৯৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়। তৎপর প্রার্থীর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক উপরে বর্ণিত ৩০-৯-৯৫ইং তারিখের দরখাস্ত দাখিল করেন যাহা প্রতিপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৫-১০-৯৫ ইং তারিখে গ্রহণ করে। প্রতিপক্ষ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ৪-১১-৯৫ইং তারিখে প্রার্থীর ইউনিয়নের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং সাধারণ সম্পাদক ৫-১১-৯৫ তারিখে উত্তর প্রদান করেন।

অতঃপর প্রতিপক্ষ প্রার্থীর ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাবৃন্দদের অজান্তে ও অসাক্ষাতে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ রেজিঃ ৭৮৪ এর রেকর্ড পত্র পরীক্ষা করিয়া ১৯-১১-৯৫ইং তারিখে প্রার্থীর নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রের মধ্যে প্রতিপক্ষ বর্ণনা করেন যে, উক্ত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা মংলা বন্দরে কর্মরত ওয়ার্কারদের মোট সংখ্যার ৩০% শতাংশের উর্ধে হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের সদস্য সংখ্যা মোট শ্রমিক কর্মচারীর ৩০% শতাংশ আছে কিনা যাহা সরেজমিনে তদন্ত ব্যতিরেকে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত প্রার্থীর ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাদের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে খাতা পত্র পরীক্ষা করার বিষয়টি ন্যাচারাল জাষ্টিসের খেলাপ হইতেছে। আসলে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ এর সদস্য সংখ্যা বন্দরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের মোট সদস্য সংখ্যার ৩০% শতাংশ আছে কি নাই তাহা নির্ণয় করা হয় নাই। আইনানুগভাবে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইলে ইহা প্রমাণিত হইত যে মংলা বন্দর শ্রমিক সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ এর সদস্য সংখ্যা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের ৩০% শতাংশের নীচে আছে।

প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ এর বরখাস্তের ভিত্তিতে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামীয় প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি(সিবিএ) নির্ধারণী নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে বদ্ধ পরিকর এবং প্রতিপক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইন কানুন অনুসরণ করিতেছেন না। মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হিরণ পয়েন্টে,মংলা স্থায়ী বন্দর, খুলনা ও বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়া ৪টি স্থাপনা আছে। প্রকৃত পক্ষে বিধিমতে প্রার্থী মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে অবস্থিত অপর দুইটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের নিকট প্রত্যেক সদস্যের পিতা মাতার নাম ঠিকানা, বয়স, বিভাগ, নিযুক্তি স্থান, টিকেট নং, সদস্য পদ লাভের তারিখ সম্বলিত সদস্য তালিকা দাবী করেন নাই। তৎপরিবর্তে প্রতিপক্ষের নিকট কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর তালিকা দাবী করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ তালিকার ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন যাহা সম্পূর্ণ বেআইনী হইতেছে। প্রতিপক্ষ, ইহার ৪-১২-৯৫ তারিখের পত্র দ্বারা প্রার্থীর ইউনিয়নসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২২(৬) ধারা মতে প্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের তালিকার কপি প্রমাণপূর্বক উহার উপর আপত্তি আহ্বান করেন এবং ৭-১২-৯৫ তারিখের পত্র দ্বারা ১৪-১২-৯৫ তারিখের ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ ও নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও প্রতীক বরাদ্দকরণের জন্য সভা আহ্বান করেন। এভাবে প্রতিপক্ষ ভুল পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং বেআইনীভাবে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দারপ্রান্তে উপণীত হইয়াছেন মংলাবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের ৩০% শতাংশ শ্রমিক কর্মচারী সদস্য আছে এমন রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সহিত, কমপক্ষে ৩০% শতাংশ শ্রমিক কর্মচারী সদস্য আছে এমন রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নসমূহ মধ্য নির্বাচনের অংশ প্রদানের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক প্রতিপক্ষের নিকট সরবরাহকৃত সদস্য তালিকা পরীক্ষা করিয়া প্রস্তুতির ভোটার তালিকা ভিত্তিতে যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রার্থী আইনের বিধানমতে অধিকারী। প্রতিপক্ষ অতিমাত্রায় প্রভাবশালী মোকাবেলা প্রতিপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রার্থী ইউনিয়নের অধিকার খর্ব করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বিধায় প্রার্থী অত্র মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হইলেন। পরবর্তিতে প্রার্থী মূল আর্জি সংশোধনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রার্থনা করেনঃ

১নং প্রতিপক্ষের স্মারক নং যুগ্ম সিবিএ ৮২৪(২য়)৮৮৯৫/২২০৪, তারিখ ইং ২৯-১১-৯৫ মারফত বর্ণিত সিদ্ধান্ত এবং স্মারক নং ২২৮৩, তারিখ ইং ১০-১২-৯৫ মারফত প্রার্থিকে যে সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন উহা বেআইনী, এখতিয়ার বহির্ভূত, উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রার্থী ইউনিয়নের ক্ষতি করিবার মানসে করা হইয়াছে মর্মে রায় প্রদানের এবং ১নং প্রতিপক্ষ যাহাতে সকল ইউনিয়ন হইতে ভোটার লিষ্ট তলব করেন তৎমর্মে ১নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের আদেশের আবেদন করিয়াছেন।

১নং প্রতিপক্ষ রেজিষ্টার্ড অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ, খুলনা একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১নং প্রতিপক্ষ অভিযোগ করেন যে প্রার্থীর অত্র মামলা করিবার কোন কারণ বা হেতু নাই, প্রার্থীর মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট, তাহার মামলা অত্র আকারে ও প্রকারে চলিতে পারেনা। মূল মামলায় প্রার্থী যে সকল ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন ইহা কোথাও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে

বলবৎযোগ্য কোন আইন, এওয়ার্ড বা সেটেলমেন্ট ভিত্তিক অধিকারের বর্ণনা নাই এবং বলবৎযোগ্য কোন অধিকারের কথা প্রকাশ না করায় উক্ত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় তাহার মামলার প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে পারে না । দরখাস্ত সংশোধনের মাধ্যমে ঘোষণামূলক যে প্রতিকার প্রার্থী প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নহে। প্রার্থীর ১০ (ক) ও ১০ (খ) দফার প্রার্থনা আইনের পরিপন্থী হইতেছে।

১নং প্রতিপক্ষের মামলার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীদের মোট তিনটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন আছে এবং প্রার্থীর ইউনিয়নটি ১১-৮-৯৩ ইং তারিখে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচনে তিনটি ইউনিয়নের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৫-৮-৯৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা প্রার্থীর ইউনিয়নকে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সিবিএ হিসাবে ঘোষণা করা হয় যাহার দুই বৎসর মেয়াদ ১৫-৮-৯৫ তারিখে পূর্ণ হইয়াছে। ফলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২২ (২) ধারা মতে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে তিনটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ বিগত ১৫-৮-৯৫ তারিখে স্মারক নং মবশ্রকশ/০০৭/৯৫-৬৮নং পত্র দ্বারা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করে । উক্ত পত্র প্রতিপক্ষের উপর লিগ্যাল অবলিগেশন সৃষ্টি হওয়ায় তাহা পূরণ করিতে প্রতিপক্ষ বাধ্য।

প্রতিপক্ষের দপ্তরে উপরোক্ত অধ্যাদেশের ২২(৩) ধারা মতে ২৯-৮-৯৫ তারিখে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের অপর দুইটি ইউনিয়ন যথা মংলা বন্দর কর্মচারী ইউনিয়ন রেজিঃ নং ৪২৫ ও মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন রেজিঃ নং ৯৮৭ এর বরাবর লিখিত নোটিশ জারী করিয়া সিবিএ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য গোপন ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ইচ্ছা তাহাদের আছে কি না তাহা নোটিশ প্রাপ্তির চার দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে অবহিত করিবার জন্য বলা হয় এবং ঐ নোটিশের একটি করিয়া কপি চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে এবং অপর একটি কপি সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ কে প্রেরণ করা হয়। নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রার্থী ইউনিয়ন ২৬-৮-৯৫ তারিখে কিছু বিধি বহির্ভূত কারণ উল্লেখপূর্বক একটি পত্র লিখিয়া সিবিএ এর নির্ধারণী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে সম্মত নয় মর্মে প্রতিপক্ষকে অবহিত করেন। ঐ পত্রে আই, আর, ও ২৮/৯৫, মামলার সহিত সিবিএ এর নির্ধারণী নির্বাচনের বিষয়টি সম্পর্কিত নহে। তাই ঐ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচনী স্থগিত রাখিবার কোন আইনগত ক্ষমতা প্রতিপক্ষকে দেওয়া হয় নাই। মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে সকল রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন এর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে প্রতিপক্ষ ১৭-৯-৯৫ তারিখের পত্রে প্রার্থীর ২৬-৮-৯৫ তারিখের আপত্তি আইন সম্মত নয় উল্লেখ এবং বিধিমতে প্রতিপক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য উল্লেখে প্রার্থী সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কিনা তাহা অবহিত করিবার জন্য প্রার্থীকে পুনরায় ৭ দিনের সময় দেওয়া হয় এবং উত্তরে ২৬-৯-৯৫ তারিখে প্রার্থী ২৫-৯-৯৫ তারিখ সম্বলিত একটি পত্র পতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। প্রার্থি সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন এমন উক্তি করেন নাই। ফৌজদারী ৮/৯৫ এবং ফৌজদারী ৯/৯৫ নং মামলার আসামীগণ দোষী সাব্যস্তে সাজা প্রাপ্ত হইলেও তৎদ্বারা তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হইবার কোন কারণ দৃষ্টি হইবে না এবং আই, আর, ও ২৮/৯৫, আই, আর, ও ৪৫/৯৫ নং মামলা সম্পূর্ণ মঞ্জুর হইলেও তৎদ্বারা ঐ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হইবার কোন বিধিগত ভিত্তি সৃষ্টি হইবে না । বাদী উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন নং ৯৮৭ এর কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই কিন্তু উক্ত অজুহাতে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন স্থগিত রাখিবার কোন বিধান নাই। প্রার্থীর ২৫-৯-৯৫ তারিখ সম্বলিত পত্রের অজুহাতসমূহ ছিল অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। অপর দিকে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন রেজিঃ নং ৯৮৭ গত ২৭-৮-৯৫ ইং তারিখের পত্রে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্ত করিয়া নির্বাচনের দিন ২৭-৯-৯৫ ইং তারিখের পরে নির্বাচন করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। কারণ তাহাদের

নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২৭-৯-৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া তাহারা উল্লেখ করেন। উপরোক্ত অবস্থায় নির্বাচনের দিন ধার্য করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিবার সকল ক্ষমতা ও অধিকার এই প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষের ছিল। কিন্তু বিষয়টিতে তাড়াহুড়া পরিহার এবং আইনগত দিকসমূহ আরও ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এই প্রতিপক্ষ তাহার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর নিকট ৫-১০-৯৫ ইং তারিখের পত্রে সকল ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া মতামত ও পরামর্শ চাহিয়াছেন এবং ঐ পত্রের উত্তরে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৩০-১০-৯৫ তারিখের পরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে পত্র প্রদান করেন। উক্ত পত্রের পরামর্শ পাওয়ার পর প্রতিপক্ষ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে পত্র প্রদান করেন । উক্ত পত্রের পরামর্শ পাওয়ার পর প্রতিপক্ষ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৪-১১-৯৫ তারিখের পত্রে প্রার্থী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কিনা তাহা অবহিত করিবার জন্য পুনঃ তাহাকে তিনদিন সময় দেন। ইতিমধ্যে প্রার্থী বুঝিতে পারেন যে তাহাদের প্রস্তাবিত অজুহাতসমূহ সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন বন্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই তাহারা ৫-১১-৯৫ তারিখের পত্রে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তবে তাহারা পূর্বের দুইটি পত্রের বক্তব্য পুনঃ বিবেচনা করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করেন।

আই,আর,ও, এর ২২(৫) ধারামতে নিয়োগকর্তা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে শ্রমিক কর্মচারীদের তালিকা তলব করিয়া ৮-১১-৯৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষকে পত্র প্রেরণ করেন এবং নিয়োগকর্তা ২৫-১১-৯৫ তারিখে ঐ পত্র যোগে তালিকা প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে প্রার্থী ৩০-৯-৯৫ তারিখের পত্রে যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিপক্ষ ৯-১১-৯৫ তারিখে প্রাপ্ত হন এবং ১৫-১১-৯৫ তারিখের পত্রে অভিযোগ করেন যে রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৪ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের ৩০% শতাংশের কম যাহা একটি নূতন অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণপত্র দাখিল করা হয় নাই এবং উক্ত অভিযোগ বিধি মতে আমলযোগ্য নহে। তবুও সন্দেহ নিরসন করিবার স্বার্থে প্রতিপক্ষ ২৪-১১-৯৫ তারিখের পত্রে রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৪ ইউনিয়নের সদস্য রেজিষ্ট্রার পেশ করিবার জন্য নির্দেশ দেন এবং ২৮-১১-৯৫ ইং তারিখে তাহাদের সদস্য রেজিষ্ট্রার প্রতিপক্ষের দপ্তরে দাখিল করা হয়। উক্ত সদস্য রেজিষ্ট্রার পরীক্ষা করিয়া এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত শ্রমিক কর্মচারীদের তালিকার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে ঐ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এরও অধিক আছে। প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইহা ২৯-১১-৯৫ তারিখের পত্রে প্রার্থীকে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং ঐ বিষয়ে তাহাদের কোন বক্তব্য থাকিলে উহার সপক্ষে প্রমাণপত্রসহ তিন দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের দপ্তরে হাজির হইতে বলা হয়--অন্যথায় প্রার্থীর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া গণ্য হইবে বলিয়াও তাহাকে জানানো হয়। কিন্তু প্রার্থীকে আনীত অভিযোগ প্রমাণের সুযোগ দেওয়া সত্বেও উহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন। উক্ত অধ্যাদেশের ২২(৬) ধারা মতে প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট তিনটি ইউনিয়নের নিকট ৪-১২-৯৫ তারিখের পত্র মারফত প্রেরণ করিয়া কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ১০-১২-৯৫ তারিখের মধ্য জানাইবার জন্য প্রার্থীসহ অপর দুইটি ইউনিয়নকে নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রার্থী নির্বাচন কার্য্যে বিলম্ব করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তালিকা অস্পষ্ট বলিয়া একটি অভিযোগ পেশ করেন। এই প্রতিপক্ষ ৭-১২-৯৫ তারিখে আরও একটি পরিষ্কার শ্রমিক কর্মচারীদের তালিকা প্রার্থীর বরাবরে প্রেরণ করিয়া আপত্তি উত্থাপনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া ১৪-১১-৯৫ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। তৎপরবর্তিতে ১১-১২-৯৫ তারিখের পত্রে ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ, প্রতীক বরাদ্দ, বুথ স্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৪-১২-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষের দপ্তরে আহুত সভায় হাজির হইবার জন্য প্রার্থীসহ অপর দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বি ইউনিয়ন ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী প্রার্থীসহ তিনটি ইউনিয়ন ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ১৪-১২-৯৫ তারিখের সভায় হাজির হন এবং সোহার্দপূর্ণ পরিবেশে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিরসন করিয়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। ভোট গ্রহণের তারিখ ৫-১-৯৫ইং তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বি ইউনিয়নের পছন্দ মাফিক প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। প্রার্থীর চাহিদা মতে বাই-

সাইকেল প্রতীক বরাদ্দ করা হয় এবং সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আরও কতিপয় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সভায় প্রার্থীর প্রতিনিধি সভাপতি মোঃ আমির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিসহ উপস্থিত সকলে সভার কার্য বিবরণীতে স্বাক্ষর করেন এবং প্রার্থীর পূর্বের সকল আপত্তি বিধি মতে নিষ্পত্তি হওয়ায় ঐ সভায় প্রার্থীর নির্বাচন সর্ম্পকে আর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

উক্ত সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরে প্রতিপক্ষ সরকারী ব্যয়ে সিবিএ নির্ধারণ করিবার জন্য আনুষাংগিক সকল চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে শুরু করেন। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ব্যাপারে আর কোন আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ নাই। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বাংলাদেশের দুইটি সমুদ্র বন্দরের একটি মংলা বন্দর এবং ইহার শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে সিবিএ নির্ধারণের দাবী খুব প্রবলভাবে উঠিয়াছে। প্রার্থী বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করিবার চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। এমতবস্থায় এই প্রতিপক্ষ প্রার্থীর মামলা খারিজ করিবার জন্য নিবেদন করিয়াছেন।

বিচার্য্য বিষয় নিম্নরূপঃ—

১। প্রার্থী কি তাহার আর্জিতে প্রার্থীর প্রতিকার পাইতে অধিকারী

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী এবং প্রতিদ্বন্দ্বি ১ নং প্রতিপক্ষের এজেন্টের বক্তব্য এবং সম্মতি মোতাবেক তাহাদের স্ব-স্ব দাখিলী কাগজাদি সাক্ষ্যে গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শনী চিহ্নিত করা হয় । পক্ষগণ আদালতে মৌখিক সাক্ষ্যপ্রদান করেন নাই এবং তাহাদের সওয়াল জবাব শোনা হয়।

প্রার্থী পক্ষের নিম্নলিখিত কাগজাদি প্রদর্শনী চিহ্নিত হয়ঃ

প্রদর্শনী-১ সাধারণ সম্পাদকের ৩০-৯-৯৫ তারিখের মবকই/০০৪/৯৫-১৩৫(ক)/১ নং পত্র, প্রদর্শনী-২ সাধারণ সম্পাদকের ৩-১২-৯৫ তারিখের মবকই/০০৪/৯৫-১৮০ নং পত্র, প্রদর্শনী-৩ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের (খুলনা বিভাগ) ১১-১২-৯৫ ইং তারিখের মুদ্রণ/সিবিএ-৮২৪/(২য় খন্ড)/৮৮/৯৫/২২৭৯/৩ নং পত্র, প্রদর্শনী-৪ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, খুলনা বিভাগ, এর ১৩-১২-৯৫ ইং তারিখের মুদ্রণ/টিইউ/সিবিএ-৮২৪/(২য় খন্ড)/৮৮/৯৫/২২৮৩ নং পত্র এবং প্রদর্শনী-৫ রেজিষ্ট্রার অব্‌ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ এর ইং ৮-১১-৯৫ তারিখের মুদ্রণ/টিইউ-১১২৯/৯৩/২০৭৫ নং পত্র।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ পত্রে নিম্নলিখিত কাগজাদি প্রদর্শনী চিহ্নিত হয়ঃ

প্রদর্শনী-ক ১৬-৮-৯৫ ইং তারিখের সাধারণ সম্পাদকের চিঠি,

প্রদর্শনী-খ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের ২১-৮-৯৫ তারিখের পত্র,

প্রদর্শনী-গ সাধারণ সম্পাদকের ২৬-৯-৯৫ তারিখের চিঠি,

প্রদর্শনী-ঘ সাধারণ সম্পাদকের ২৭-৮-৯৫ ইং তারিখের চিঠি,

প্রদর্শনী-ঙ নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান প্রদত্ত ৮-৮-৯৫ তারিখের চিঠি,

প্রদর্শনী-চ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের নিকট সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত ১৩-৯-৯৫ তারিখের চিঠি।,

প্রদর্শনী-ছ ১৭-৯-৯৫ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের চিঠি,

প্রদর্শনী-জ ২৫-৯-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নকে প্রদত্ত সাধারণ সম্পাদকের চিঠি,

প্রদর্শনী-ঝ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের ৫-১০-৯৫ তারিখের পত্র,

প্রদর্শনী-ঞ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা প্রদত্ত ৫-১০-৯৫ তারিখের চিঠি,

প্রদর্শনী-ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা কর্তৃক প্রদত্ত ৪-১১-৯৫ তারিখের পত্র,

প্রদর্শনী-ঠ ৫-১১-৯৫ তারিখের সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত চিঠি,

প্রদর্শনী-ড ৮-১১-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দরখাস্ত,

প্রদর্শনী-ঢ ৩০-১১-৯৫ তারিখের সাধারণ সম্পাদকের চিঠি,

প্রদর্শনী-ণ সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত ১৫-১১-৯৫ ইং তারিখের চিঠি,

প্রদর্শনী-ত ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের পরিচালক প্রশাসনের চিঠি (মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ),

প্রদর্শনী-থ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের ২৬-১১-৯৫ তারিখের সদস্য সংখ্যা যাচাই সংক্রান্ত পত্র,

প্রদর্শনী-দ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের ২৯-১১-৯৫ তারিখের পত্র,

প্রদর্শনী-ধ ৪-১১-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের পত্র,

প্রদর্শনী-ন ৫-১১-৯৫ ইং তারিখের সাধারণ সম্পাদকের পত্র,

প্রদর্শনী-প ৭-১২-৯৫ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের পত্র

প্রদর্শনী-ফ ১০-১২-৫ তারিখের শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তার পত্র,

প্রদর্শনী-ব ১০-১২-৯৫ তারিখের সাধারণ সম্পাদকের পত্র,

প্রদর্শনী-ভ ১১-১২-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের পত্র,

প্রদর্শনী-ম ১১-১২-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের পত্র (ভোটার তালিকা) আপত্তি সংক্রান্ত,

প্রদর্শনী-য রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রদত্ত ১৩-১২-৯৫ ইং তারিখের দরখাস্ত,

প্রদর্শনী-র রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের কার্য বিবরণী,

প্রদর্শনী-ল ১৮-১২-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়েনর চিঠি,

প্রদর্শনী-শ ১৮-১২-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রত্র,

প্রদর্শনী-ষ ১৯-১২-৯৫ তারিখের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের পত্র,

প্রদর্শনী-স ১৯-১২-৯৫ তারিখের সভার কার্যবিবরণী মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে প্রদানের চিঠি, এবং

প্রদর্শনী-হ ৬-১-৯৬ ইং তারিখের সিবিএ নির্বাচনে খরচের ভাউচার।

প্রার্থীপক্ষ ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক মামলা দায়ের করতঃ আর্জি সংশোধনের মাধ্যমে প্রার্থনা করেন যে, ১নং প্রতিপক্ষের স্মারক নং যুগ্ম-সিবিএ ৮২৪(২য় খন্ড)/৮৮/৯৫-২২৩৫, তারিখ ২৯-১১-৯৫ইং মারফত বর্ণিত সিদ্ধান্ত এবং স্মারক নং ২২৮৩, তারিখ ১৩-১২-৯৫ মারফত প্রার্থীকে যে সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন উহা বেআইনী, এখতিয়ার বহির্ভূত, উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রার্থী ইউনিয়নকে ক্ষতি করিবার মানসে করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণামূলক রায় হয় এবং ১নং প্রতিপক্ষ যাহাতে সকল কর্মচারী ইউনিয়ন থেকে ভোটার লিষ্ট তলব করেন তন্মধ্যে ১নং প্রতিপক্ষের উপর আদেশ হয়।

পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ পক্ষে পেশ করা হয় যে, প্রার্থী উপরোল্লিখিত প্রতিকার পাইবার অধিকারী নহে।

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের মোট তিনটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন আছে যথা ঃ (১) মংলা বন্দর কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৪২৫, (২) মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৯৮৭, (৩) মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ, রেজিঃ নং ৭৮৪ এবং তন্মধ্যে প্রার্থী ইউনিয়ন সিবিএ যাহার দুই বৎসর মেয়াদ বিগত ১৫-৮-৯৫ইং তারিখে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে প্রার্থী ইউনিয়নসহ তিনটি ইউনিয়ন মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ১৪-১২-৯৫ইং তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষের দপ্তরে সভায় উপস্থিত হন এবং ঐ সভায় ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয় এবং ভোট গ্রহণের তারিখ আগামী ১-১-৯৫ইং তারিখ নির্ধারণ করা হয়।প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী পেশ করেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ৭৮৪ নং ইউনিয়ন এর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধি বিধান এবং অন্যান্য প্রচলিত নিয়মকানুন লংঘন করিয়াছেন।

দরখাস্তের ৮ দফায় অভিযোগ করা হয় যে প্রতিপক্ষ প্রার্থী ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাবৃন্দের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের (রেজিঃ নং ৭৮৪)রেকর্ড পত্র পরীক্ষা করিয়া ২৯-১১-৯৪ইং তারিখে প্রার্থীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং ঐ পত্রে বর্ণিত আছে যে উক্ত ইউনিয়নের সদস্য মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত ওয়ার্কারদের মোট সংখ্যার ৩০% শতাংশের উর্দ্ধে হইতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে উক্ত সংঘের সদস্য সংখ্যা মোট শ্রমিক কর্মচারীর ৩০% আছে কি নাই তাহা সরেজমিনে তদন্ত ব্যতিরেকে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে এবং দ্বিতীয়ত প্রার্থী ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাদের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে খাতা পত্র পরীক্ষা করার বিষয়টি ন্যাচারাল জাষ্টিজের খেলাপ হইতেছে এবং উক্ত সংঘ (রেজিঃ নং ৭৮৪) এর সদস্য সংখ্যা বন্দরের কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের মোট সদস্য সংখ্যার ৩০% আছে কি নাই তাহা নির্ণয় হয় নাই । উক্ত দফায় আর অভিযোগ করা হয় যে আইনানুগভাবে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইলে ইহা প্রমাণিত হইবে যে মংলা বন্দর শ্রমিক সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ এর সদস্য সংখ্যা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের ৩০% এর নিচে হইতেছে । প্রার্থীপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত তারিখ ৩-১২-৯৫ প্রদঃ ২ হইতে দৃষ্ট হয় যে প্রার্থী পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের নিকট অভিযোগ দায়ের করিয়া তাহাদের উপস্থিতিতে উত্থাপিত অভিযোগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্তের খুলনা বিভাগীয় শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলা নং আই, আর, ও-২৮/৯৫, ফৌজদারী ৮/৯৫ এর উল্লেখ আছে এবং ঐ মামলাসমূহে তাহাদের সদস্যদেরকে ৭৮৪ নং ইউনিয়নের ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগসমূহ আইনগতভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রার্থীর উপস্থিতিতে সকল বিষয়ে সরেজমিনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবার বিষয়ে পুনঃ আবেদন জানানো হয়। প্রতিপক্ষ এর ১৩-১২-৯৫ তারিখের পত্র শ্রমঃ খ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উত্থাপিত অভিযোগ প্রার্থী ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সাক্ষাতে ও উপস্থিতিতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন নাই বিদায় আরজির ৮ দফায় অভিযোগ যথার্থ বলিয়া প্রতিয়মান হয়।

মামলার দরখাস্তের ৯নং দফায় প্রার্থীর ইউনিয়ন অভিযোগ করে যে প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের ৩০% ভাগ কম সদস্য লইয়া গঠিত। মাংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী রেজিঃ নং ৭৮৪ এর দরখাস্তের ভিত্তিতে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামীয় প্রতিষ্ঠানে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে বদ্ধপরিকর এবং মংলাবন্দর কর্তৃপক্ষের হিরণ পয়েন্ট, মংলা স্থায়ী বন্দর, খুলনা ও বেনাপোল-এ ৪টি স্থাপনা আছে এবং প্রতিপক্ষ আইন মতে প্রার্থীসহ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে অবস্থিত অপর ২টি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন এর নিকট প্রত্যেক সদস্যের পিতামাতার নাম ঠিকানা, বয়স, বিভাগ, নিযুক্তির স্থান, টিকিট নং, সদস্য পদ লাভের তারিখ সম্বলিত সদস্য তালিকা দাবী করেন নাই এবং তৎপরবর্তিতে প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের তালিকা দাবী করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা বেআইনী হইতেছে।

প্রার্থীপক্ষ আরও অভিযোগ করেন যে প্রতিপক্ষ ইহার ৪-১২-৯৫ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রার্থী ইউনিয়নসহ সকলকে ১৯৬৯ সালের আই, আর, ও এর ২২(৬) ধারামতে প্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীর তালিকার কপি প্রদানপূর্বক উহার উপর আপত্তি আহবান করেন এবং ৭-১২-৯৫ ইং তারিখের পত্র দ্বারা ১৪-১২-৯৫ তারিখে ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও প্রতীক বরাদ্দের সভা আহবান করেন। প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ ৮-১১-৯৫ তারিখের পত্র প্রদঃ দ্বারা মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে বন্দরে কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীর তালিকা চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রথা ও বিধি মোতাবেক প্রার্থী ইউনিয়নসহ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে অবস্থিত অপর দুইটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের নিকট হইতে প্রত্যেক সদস্যের পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স, কর্মস্থলের ও বিভাগের নাম, টিকেট নম্বর, সদস্য পদ লাভের তারিখ সম্বলিত সদস্য তালিকা দাবী করিয়া কোন নোটিশ পাঠান নাই যাহা ১৯৭৭ সালের শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার বহির্ভূত হইয়াছে। যেহেতু মংলা বন্দর শ্রমিক সংঘ (রেজি নং ৭৮৪) এর সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে সেইহেতু মংলা বন্দরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা প্রথা ও বিধি বহির্ভূত বলিয়া প্রতিয়মান হয়। প্রার্থী তাহার দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের বিগত নির্বাচনে প্রার্থী ইউনিয়ন এর বহু চাঁদাদাতা সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১৯-৬-৯৫ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিয়া ৬-৭-৯৫ইং তারিখে নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয় এবং প্রকাশিত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে উক্ত ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে প্রার্থীর অধিকার ক্ষুন্ন হইবে বিধায় উক্ত অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাতিলের প্রার্থনায় প্রার্থী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাদী হইয়া আই, আর, ৩-২৮/৯৫ নং মামলা স্থাপন করেন এবং উহাতে প্রদত্ত ১১-৭-৯৫ তারিখের আদেশ দ্বারা প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী সিডিউল বেআইনী ও ভুল সাব্যস্তে ঐ সকল সংশোধন এবং গঠনতন্ত্র অনুমোদন হইবার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করা হয়। প্রার্থীপক্ষ আরো দাবী করেন যে, প্রার্থী ইউনিয়ন এর চাঁদা দাতা সদস্য মোল্লা ফরিদুজ্জামান বাদী হইয়া ৭৮৪ নং ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং অন্য সদস্য মোঃ সিরাজুল হকের বিরুদ্ধে একই সাথে দুইটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণের অভিযোগ করিয়া শাস্তি দানের প্রার্থনায় ফৌজদারী ৮/৯৫ নং মামলা স্থাপন করেন এবং ঐ আসামীগণকে জামিনের আবেদন না মঞ্জুর করতঃ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তিতে তাহারা জামিনে মুক্তিলাভ করে এবং ঐ ফৌজদারী মামলা এখনও বিচারাধীন। প্রার্থী আরও দাবী করেন যে, মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন রেজিঃ নং ৯৮৭ এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী মোঃ আজাদুল ইসলামকে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের বিধান বহিভূর্তভাবে অপসারণ করিয়া একজন জুনিয়র সহ-সভাপতিকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পদে আসীন করতঃ তাহার সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে দর্শাইয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে প্রতিযোগীতাহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে মর্মে প্রকাশ এবং ইতিপূর্বে উক্ত ইউনিয়নের নির্বাচনের প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা প্রার্থী ইউনিয়নকে দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ ভোটার তালিকার মধ্যে প্রার্থীর ইউনিয়নের ১২৯ জন চাঁদা দাতা সদস্যগণের নাম বর্তমান থাকায় প্রার্থীর ইউনিয়ন উহার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন এবং ঐ কাজী আজাদুল ইসলাম প্রতিপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উক্ত ইউনিয়নের

কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষ মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের যাবতীয় খাতাপত্র তলব করিয়া নিজস্ব হেফাজতে আনেন এবং দাখিলী আপত্তির বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং তদন্তের কাজে আজাদুল ইসলামের আপত্তি, অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় এবং মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘ রেজিঃ নং ৭৮৪ এর নির্বাচনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া উক্ত ইউনিয়নেরই সিনিয়র সহ- সভাপতি আবদুর রাজ্জাক উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আই, আর, ও-৩৫/৯৫ নং মামলা দায়ের করেন যাহা এখনও বিচারাধীন।

প্রার্থী আরও অভিযোগ করেন যে, প্রার্থী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শফি মংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও নির্বাচন কমিটিসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে উক্ত অধ্যাদেশের ১৬, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬২ ধারা মতে শাস্তির দাবীতে ৯/৯৫ নং মামলা দায়ের করেন এবং সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য আসামীর জামিনের প্রার্থনা না মঞ্জুর করতঃ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয় এবং তাহারা পরবর্তীতে জামিনে মুক্তিলাভ করে। ফৌজদারী ৯/৯৫ নং মামলা এখনও বিচারাধীন।

প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ তাহার বিনীত জবাবের মধ্যে উপরোক্ত বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমার বিষয় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ ১৯-১২-৯৫ইং তারিখের পত্রে তড়িঘড়ি করিয়া সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ, প্রতীক বরাদ্দকরণ, বুথ স্থাপন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৪-১২-৯৫ইং তারিখে তাহার দপ্তরে আহুত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রার্থীকে এবং অপর দুইটি ইউনিয়ন ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন এবং প্রার্থীসহ তিনটি ইউনিয়ন এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ইং ১৪-১২-৯৫ তারিখে সভায় উপস্থিত হন এবং ভোট গ্রহণের তারিখ আগামী ৬-১-৯৬ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে ইং ১৩-১২-৯৫ তারিখে প্রার্থীর মামলা দায়ের হইবার পর মামলার নোটিশ প্রতিপক্ষের উপর ইং ১৩-১২-৯৫ তারিখে জারী করা হয় এবং ইং ১৪-১২-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষ এর দপ্তরে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় নির্বাচনের তারিখ ৬-১-৯৬ ইং ধার্য করা হয় । নথি দৃষ্টে প্রার্থীপক্ষ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য ইং ১০-১২-৯৫ তারিখে এক দরখাস্ত দাখিল করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিদন্দ্বি প্রতিপক্ষ ১৮-১২-৯৫ তারিখে লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। কিন্তু পরবর্তিতে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী দরখাস্তটি Press না করায় তাহা নাকচ করা হইয়াছে।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বিচারাধীন উপরোক্ত মামলা মোকদ্দমা প্রার্থী কর্তৃক দাখিলী এভিডেভিট তারিখ ২০-১২-৯৫ইং এবং প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি ও লিখিত জবাবের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বক্তব্য পেশ করেন যে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ ১৩-১২-৯৫ ইং তারিখের নোটিশ প্রাপ্তির পর আদালতের কারণ দর্শানো আদেশ অমান্য করতঃ অবমাননাকর উক্তি করিয়াছেন এবং প্রার্থী মোঃ শফিকে ১নং প্রতিপক্ষ ধমক দিয়া ১৪-১২-৯৫ইং তারিখের মিটিংয়ের উপস্থিতি বহিতে সহি করাইয়াছেন এবং তাহা নিতান্ত বেআইনী ও অবমাননাকর এবং কথিত সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ একগুয়েমী ও সম্পূর্ণ অবৈধ। পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ প্রার্থীর ২০-১২-৯৫ তারিখের এফিডেভিট এর মধ্যে উল্লেখিত বিষয়বস্তু প্রত্যাখান করিয়া কোন Counter Affidavit দাখিল করেন নাই। এফিডেভিটে উল্লেখিত ধমক দিয়া মিটিংয়ের উপস্থিতিতে প্রার্থী ও ২নং প্রতিপক্ষ এর সহি গ্রহণ একটি অবৈধ কাজ । কিন্তু প্রার্থী কিংবা ২নং প্রতিপক্ষ ফৌজদারী আদালতে জোর জবরদস্তিমূলক সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য মামলা দায়ের করেন নাই বটে- তবুও এফিডেভিটে উল্লেখিত বিষয়বস্তু যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে একজন চাকুরীজীবী। আদালতে মামলা মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকিলে এবং মামলার নোটিশ প্রাপ্ত হইলে আদালতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমার ফলাফলের

জন্য অপেক্ষা করা সরকারী কর্মচারীসহ সকলের জন্য একটা আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে একটি প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ বর্তমান মামলাসহ উপরোক্ত বিচারধীন চারটি মামলার নিষ্পতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিধি বিধান ও নিয়ম কানুন বহির্ভূতভাবে ১৪-১২-৯৫ইং তারিখের আহুত সভায় সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করিয়া একটি ব্যতিক্রম ধর্ম কার্য সম্পাদন করিয়াছেন । মামলার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করতঃ এই আদালত আরও পর্য্যবেক্ষণ প্রদান করিতে বিরত রহিলেন। কিন্তু এফিডেভিটে উল্লেখিত আদালত অবমাননাকর উক্তির জন্য দায়ী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে Contempt of Courts Act এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে এই আদালতের অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে।

অতএব, মামলার দাখিলী দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি, উপস্থাপিত দালিলিক প্রমাণাদি উপরোক্ত আলোচনা এবং মামলার সার্বিক বিবেচনা করিয়া আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষের ২৯-১১-৯৫ইং তারিখের স্মারক নং মুশক সিবিএ ৮২৪(২য় খন্ড) ৮৮/৯৫/২২০৫ এবং ১০-১২-৯৫ইং তারিখের ২২৮০ নং পত্র উদ্দেশ্যমূলক, অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি ইহাও অভিমত পোষণ করি যে, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্তে প্রার্থী ইউনিয়নসহ বিদ্যমান আরও দুইটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন এর সদস্য তালিকা তলব করতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

ফলস্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য ।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল ।

এমতাবস্থায় ,

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলা ১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক বিচারে এবং অপর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। ইহা এই মর্মে ঘোষণা করা হইল যে, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষের স্মারক নং মুশপ সিবিএ ৮২৪(২য়) খন্ড ৮৮/৯৫/২২০৫, তারিখ ২৯-১১-৯৫ ইং এবং স্মারক ২২৮০, তারিখ ১০-১২-৯৫ ইং অবৈধ। সি,বি,এ, নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্তে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রার্থী ইউনিয়নসহ অপর দুইটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের নিকট হইতে সদস্য তালিকা তলব করতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিতে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন,
চেয়ারম্যান,
বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা।

**চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, বিভাগীয় শ্রম আদালত,
খুলনা বিভাগ, খুলনা।**

চেয়ারম্যানঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

মামলা নং সি–২৫/৯৪।

আঃ আজিজ, পিতা মৃত গাজী মোহাম্মদ মিয়া,
গ্রাম শ্রীরামপুর, থানা+জেলা পটুয়াখালী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ,
পক্ষে–মহাব্যবস্থাপক,
সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর,
জেলা খুলনা এবং অন্য একজন—**প্রতিপক্ষ।**

সদস্য ঃ ১। জনাব সৈয়দ আবুল বরকত।
২। জনাব এ, বি, এম, নূরুল আলম।

বাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জনাব বাচ্চু মিয়া।

বিবাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জনাব শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখঃ ৬–২–৯৬ ইং।
রায়ের তারিখঃ ৯–১১–৯৬ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫ ধারা মতে একটি মামলা। সংক্ষেপে বাদীর মামলা নিম্নরূপঃ—

বাদী ১১–৭–১৯৯৫ইং তারিখে প্যাকিং হেলপার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে বিবাদীর অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাদীর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া পরবর্তীতে তাহাকে ওভারহেড হেলপার পদে এবং পরবর্তীকালে চেকার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। বাদীর অতীত চাকুরী জীবন খুবই পরিচ্ছন্ন এবং বাদী একবার সেরা শ্রমিক বিবেচিত হইয়া নগদ ১০০/= টাকা রিওয়ার্ড পাইয়াছেন।

গত ২৮–৯–৯৩ তারিখ বাদীর বিরুদ্ধে এক ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং উক্ত অভিযোগে বাদীর কার্য্যে অবহেলার কারণে তাহার পালায় প্রস্তুতকৃত ১২৬ বেল ডি ডব্লিউ ফ্লাওয়ার ব্যাগস ৪০"x২৪.৫"–১.৫৪ পর্যন্ত x৮x৮ থেমড হেরাকুল (৫০০ ব্যাগ প্রতি বেলে) পণ্য মেসার্স ইউসা টেডিং কোং নাগোয়া জাপানে রপ্তানী কালে রপ্তানীকৃত পণ্যের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার কারণে বিদেশ হইতে অভিযোগ আসায় ১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ও সুনাম ক্ষুন্নের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বাদী ১৫–১০–৯৩ তারিখ উক্ত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং অভিযোগ হইতে অব্যাহতির আবেদন করেন। কিন্তু ১নং বিবাদী বাদীর লিখিত জবাবের বিষয়বস্তু উপলব্ধি না করিয়া এক কমিটি গঠন করে এবং বাদীকে পিওন দ্বারা ডাকাইয়া উক্ত তদন্ত কমিটির সামনে হাজির করা হয়। উক্ত

কমিটিতে পার্শ্ববর্তী পিপলস ও প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলের কতিপয় কর্মকর্তা ছিলেন। উক্ত কমিটিতে সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূতভাবে মনগড়া প্রশ্নোত্তর লিখিয়া বাদীকে ধমকাইয়া স্বাক্ষর করিয়া লয়। বাদীকে কোন কিছু পড়িতে দেওয়া হয় নাই বা পড়াইয়া শোনান হয় নাই । উক্ত তদন্ত কমিটি আদৌ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন নাই।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ৪-১১-৯৩ইং তারিখে উপ-ব্যবস্থাপক শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রে এম আই টি নামে কথিত তদন্ত কমিটির সামনে ৯-১১-৯৩ তারিখে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাদী যথারীতি হাজির হন। এম আই টি দল প্রথম কমিটির ন্যায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে তদন্ত শুরু করেন। কিন্তু তদন্ত নিরপেক্ষ হয় নাই এবং তদন্তে বাদীর বক্তব্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই । পরবর্তীতে ২০-২-৯৬ তারিখের পত্রে বাদীকে ২৩-২-৯৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য হাজির হইতে বলা হইলে বাদী ২৩-২-৯৬ তারিখে প্রকল্প প্রধানের কক্ষে হাজির হন। প্রকল্প প্রধান লোক দেখানো কায়দায় নিজের ইচ্ছামত বাদীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতঃ উহাতে স্বাক্ষর রাখিয়া বাদীকে ছাড়িয়া দেন। ১নং বিবাদী ৬-৩-৯৬ইং তারিখে পত্রে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন যাহা বেআইনী ও ক্ষমতা বহির্ভূত। বাদী দরখাস্ত পত্রে বিক্ষুব্দ হইয়া ২১-৩-৯৪ইং তারিখে রেজিষ্টি ডাকযোগে ১নং বিবাদীর বরাবর গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন কিন্তু ১ নং বিবাদী বাদীর গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাদী ইং ১৬-৪-৯৪ তারিখে অত্র মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হইলেন।

১নং বিবাদী অত্র মামলায় একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১নং বিবাদী বাদীর আর্জির সকল উক্তি অস্বীকার করতঃ বলেন যে, বাদীর অত্র মামলা করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং বাদীর মামলাটি সাধারণ ও বিশেষ তামাদি আইনে বারিত। সংক্ষেপে বিবাদীর মামলটি নিম্নরূপঃ-

১নং বিবাদী মিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত মিল এবং মিলের উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় । বাদীর কর্ম হইতে ১নং মিলে প্রস্তুতকৃত ১২৬ বেল ডি ডব্লিউ ফ্লাওয়ার ব্যাগস জাপানে রপ্তানী করা হয়। ১নং মিলের 'খ' পালায় সমাপনী বিভাগের লাইন সর্দার হিসাবে উক্ত পত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণে দায়িত্ব বাদীর ছিল কিন্তু বাদীসহ মিলের বিভিন্ন বিভাগের কতিপয় শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তার অবহেলার ফলে উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্যসমুহের প্রচুর দোষত্রুটি পাওয়া যায় এবং বিদেশী আমদানীকারকদের নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ব্যবসায়িক স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমদানীকারকদের অভিযোগের সত্যতা নিরীক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের পরিবেশক জাপানে যাইয়া আমদানীকারকদের গুদামে রক্ষিত ১নং বিবাদী মিলের রপ্তানীকৃত উল্লেখিত পণ্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পান যে আমদানীকারকের অভিযোগ সত্য এবং ১নং প্রতিপক্ষ মিলকে ২৮,৭৯৭.৫৭ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ জাপানী ক্রেতাকে প্রদান করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য বি জে এম সি বিষয়টি গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করে এবং বি জে এম সি'র খুলনা আঞ্চলিক দপ্তরের মহা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয় এবং প্রায় ৪৫ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া অভিযোগ পত্র প্রদান করা হয়। ২৯-৯-৯৩ইং তারিখে বাদীকারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয় । বাদী ৫-১০-৯৩ তারিখে অভিযোগ পত্রের জবাব প্রদান করেন । অভিযোগে বর্ণিত বিষয়টি তদন্তের জন্য বি জে এম সি'র উক্ত পদস্থ কর্মকর্তাকে মেম্বার ইন্সপেকশন টিম সংক্ষেপে এম আই টি নিযুক্ত করা হয় । বাদীকে যথাসময়ে নোটিশ প্রদান করা হয়। এম আই টি বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে এবং তদন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল । বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় । তদন্তে বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং এম আই টি,প্রতিবেদন পেশ করে। এম আই টি'র প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রকল্প প্রধান বাদীর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করেন। কিন্তু বাদী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষী প্রমান হাজির করিতে ব্যর্থ হওয়ায় ৫-৩-৯৪ তারিখে তাহাকে বরখাস্ত করা হয় । বাদী আইন মোতাবেক গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করে নাই । বাদীর অতীত চাকুরীর ইতিহাস খারাপ এবং বাদী প্রতিকার পাইবে না।

বিচার্য্য বিষয়

১। বাদী কি তাহার আর্জিতে প্রার্থিত প্রতিকার পাইবার অধিকারী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের কৌশুলীদের বক্তব্য শুনিলাম । উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও নথি পর্য্যালোচনা করিলাম।

বাদীর দাখিলী কাগজপত্র নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ

১। অভিযোগ পত্র তারিখ ২৮-৯-৯৩ইং।

২। অভিযোগ পত্রের জবাব তারিখ ৫-১০-৯৩ ইং।

৩। তদন্তের নোটিশ তারিখ ৪-১৯-৯৩ ইং।

৪। ব্যক্তিগত শুনানীর নোটিশ তারিখ ২০-২-৯৪ ইং।

৫। বরখাস্ত পত্র তারিখ ৫-৩-৯৪ইং।

৬। গ্রিভান্স প্রেরণ মর্মে পোষ্টাল রশিদ তারিখ ৯-৩-৯৪ইং।

৬ (ক) গ্রিভান্স পিটিশনের কপি তারিখ ৯-৩-৯৪ ইং।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের কাগজাদি নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শিত হয় ঃ

(ক) অভিযোগ পত্র তারিখ ২৮-৯-৯৩ ইং।

(খ) অভিযোগ পত্রের জবাব তারিখ ৫-১০-৯৩ ইং।

(গ) তদন্ত নোটিশ তারিখ ৫-১১-৯৩ ইং।
২০-২-৯৪ ইং।

(ঘ) বাদীর ব্যক্তিগত শুনানীর নোটিশ তারিখ ২৩-২-৯৪ইং।

(ঙ) বরখাস্ত পত্র তারিখ ৫-৩-৯৪ইং।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের বক্তব্য এবং নথি পর্য্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ মিলের কতিপয় শ্রমিক কর্মচারী এবং কর্মকর্তার মারাত্মক গাফিলতির কারণে জাপানে ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি হইয়াছিল এবং আমদানীকারক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে বি জে এম সি কর্তৃক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে এবং ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানীর কারণে জাপানী পণ্য বাজারে বাংলাদেশের এবং প্রতিপক্ষ মিলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। প্রতিপক্ষ তৎপ্রেক্ষিতে বাদীর উপর কারণ দর্শনো নোটিশ জারী করিয়া তাহার লিখিত জবাব গ্রহণ করিয়া বি জে এম সি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মেম্বার ইন্সপেকশন টিম কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পন্ন করা হয় এবং তদন্তে বাদী দোষী সাব্যস্ত হন । তাহার ব্যক্তিগত শুনানী অন্তে ইং ৫-৩-৯৪ তারিখে বরখাস্ত করা হয়।

সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও নথি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রায় ৪০ উর্ধ্ব শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তার গাফিলতিতে তর্কিত ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানী হইয়াছিল এবং বাদী তাহাদের মধ্যে অন্যতম এবং ঐ পণ্য রপ্তানী প্রস্তুতকালে বাদীর নিজস্ব ত্রুটি সন্দেহাতীতভাবে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সনাক্ত ও প্রমাণিত হয় নাই। তাহার বিরুদ্ধে অভ্যাসগত গাফিলাতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। বাদীর অতীত রেকর্ড ভাল । এমতাবস্থায় পত্র নং ৬২০/ এল,বি/১৩(ক) তারিখ ৫-৩-৯৪ অবৈধ সাব্যস্ত এবং বাদীকে তাহার পুরাতন চাকুরীতে পুনর্বহালযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী স্বীকার করেন যে, ইতিমধ্যে বাদীর চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে । সেহেতু তার বরখাস্ত আদেশকে বাতিল করতঃ অবসর (retirement) আদেশে রূপান্তরিত করা সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ফলস্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, অত্র মামলা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক বিচারে ও অন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একপাক্ষিক বিচারে মঞ্জুর করা হইল। পত্র সূত্র নং ৬২০/এল,বি/১৩(ক), তারিখ ৫-৩-৯৪ বাতিল সাব্যস্ত করিয়া তাহার বরখাস্ত আদেশকে অবসর (retirement) আদেশে রূপান্তরিত করা হইল। বাদীকে অবসর (retirement) বেনিফিট প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কার্যকর করিবার নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
বিভাগীয় শ্রম আদালত,খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, বিভাগীয় শ্রম আদালত,
খুলনা বিভাগ, খুলনা।
চেয়ারম্যানঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

মামলা নং সি-৩০/৯৪।

আঃ হালিম, পিতা মৃত জয়েন উদ্দিন হাওলাদার,
সাং পুরানাবতী, থানা কোটালীপাড়া,
জেলা গোপালগঞ্জ—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ,
পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক,
সাং + পোঃ টাউন খালিশপুর,
জেলা খুলনা—**মূল প্রতিপক্ষ।**

২। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন, খুলনা জোন,
পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক,
সাং হাফিজউদ্দিন রোড, চরের হাট,
থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা — **মোকাবেলা প্রতিপক্ষ।**

সদস্য ঃ ১। জনাব আবুল বরকত।
২। জনাব আ,ব,ম,নুরুল আলম।

দরখাস্তকারী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ **জনাব মঈনুর রহমান খাঁন।**

প্রতিপক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ **জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।**
শুনানীর তারিখঃ ৭-১০-৯৬ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ৯-১১-৯৬ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রম নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি মামলা। সংক্ষেপে বাদীর মামলা নিম্নরূপ ঃ—

বাদী ১২-৯-৬৫ তারিখে ওভারহেড হেলপার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং বাদীর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া পরবর্তীতে ১নং বিবাদী তাহাকে ব্যাগ চেকার পদে পদোন্নতি দেন। বাদীর চাকুরী জীবনের অতীত রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। ইং ২৮-৯-৯৩ তারিখে বাদীর বিরুদ্ধে এক ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করা হয়। উক্ত অভিযোগে বাদীকে জাপানে ত্রুটিপূর্ণ মাল রপ্তানীর জন্য কাজে অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। বাদী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করে। কিন্তু ১নং বিবাদী তাহার জবাবের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বেআইনিভাবে এক তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটি বাদীকে ডাকাইয়া নেন এবং বাদীকে কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া মনগড়াভাবে তদন্ত করেন এবং পরবর্তীতে ইং ৪-১১-৯৩ তারিখের পত্রে বাদীকে এম,আই,টি বলিয়া কথিত একটি তদন্ত দলের সামনে হাজির হইতে বলিলে বাদী এম,আই,টি দলের সামনে হাজির হন। কিন্তু উক্ত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ থাকে না এবং বাদীর বক্তব্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে নাই। এবং বাদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নাই ও বাদীর কাগজপত্র পরীক্ষা করেন নাই বা বাদীর বিরুদ্ধে উক্ত তদন্ত কমিটির সামনে কেহ সাক্ষ্য প্রদান করে নাই। তৎসত্ত্বেও বাদীকে ইং ৯-২-৯৪ তারিখে প্রকল্প প্রধানের অফিস কক্ষে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ডাকা হয় এবং সেখানে বাদীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ইং ৫-৩-৯৪ তারিখে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত পত্রে ক্ষুব্ধ হইয়া বাদী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫(১) (ক) ধারা মোতাবেক রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ১৮-৩-৯৪ তারিখে গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রেরণ করেন কিন্তু ১নং বিবাদী বাদীর গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাদী বাধ্য হইয়া ১৭-৪-৯৪ তারিখে অত্র মামলা দায়ের করেন।

১নং বিবাদী অত্র মামলায় জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১নং বিবাদী বাদীর আর্জির বক্তব্যসমূহ অস্বীকার করেন। সংক্ষেপে ১নং বিবাদীর মামলাটি নিম্নরূপঃ-

১নং প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত মিল। বাদীর কর্মস্থলে, ১নং প্রতিপক্ষ মিলের থেকে এবং উক্ত মিলের প্রস্তুতকৃত ৯৯ বেল ডি,ডব্লিউ ফ্লাওয়ার ব্যাগস ৪০"x২৪"৫"—১"৫৪ পাঃ ৮x৮ হেরাকল (৫০০ব্যাগ প্রতি বেলে) পণ্য জাপানের মেসার্স ইউসা টেডিং কোম্পানীর নিকট রপ্তানী করা হয়। সংশ্লিষ্ট ২নং মিলের ব্যাগ চেকার হিসাবে বাদীর উক্ত পণ্যসমূহের ত্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকে। কিন্তু বাদীসহ আরও কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর মারাত্মক অবহেলার কারণে উক্ত পণ্যসমূহের ত্রুটি বিচ্যুতি নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে বিদেশী আমদানীকারকের নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। বিজে এম সি কর্তৃপক্ষ বিদেশী আমদানীকারকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করিয়া তাহাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে ২৮,৭৯৭.৫৭ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ জাপানী ক্রেতাকে প্রদান করিতে হয় এবং বি জে এম সি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং বি জে এম সি'র খুলনা আঞ্চলিক দপ্তরের মহাব্যবস্থাপক এর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি প্রাথমিক তদন্তে মিলের মহা ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও শাখার প্রায় ৪৫ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী শ্রমিককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং বাদীকেও ২৯-৯-৯৩ তারিখে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হয় এবং বাদী ৬-১০-৯৩ তারিখে উক্ত কারণ দর্শাইবার নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করে। বাদীর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ৪-১১-৯৩ তারিখের তদন্ত নোটিশে বাদীকে ৯-১১-৯৩ তারিখে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারায় এবং বাদী তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন কিন্ত কোন সাক্ষী বা কাগজ পত্র উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন। তদন্তে ন্যয় বিচারের নীতিমালা পুরোপুরিভাবে প্রতিপালন করা হয় এবং তদন্তে বাদীকে ভয়ভীতি দেখাইয়া স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় নাই। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এম,আই,টি সেই মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য ১৫-২-৯৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হইতে বলা হয় এবং বাদী ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হইয়া নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী বা কাগজ পত্র উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হন এবং ৫-৩-৯৪ তারিখের পত্র দ্বারা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বাদীর বরখাস্ত আদেশ আইনানুগ বিধায় বাদীর মামলা খারিজ হইবে।

বিচার্য্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। বাদী কি আর্জিতে তাহার প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের বক্তব্য শুনিলাম। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও নথি পর্য্যালোচনা করিলাম। বাদী আঃ হালিম নিজেকে পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে পরীক্ষা করেন। তাহার দাখিলী কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিত প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়।

১। অভিযোগ পত্র নং ১৩০/৯৩-২, তারিখ ২৮-৯-৯৩ ইং।

২। তদন্ত নোটিশ, তারিখ ৪-১১-৯৩ এবং ২৩-১০-৯৩ ইং।

৩। ব্যক্তিগত শুনানীর নোটিশ, তারিখ ৯-২-৯৪ ইং।

৪। বরখাস্ত পত্র নং ৬২৫/এল, বি/১৩(ক), তারিখ ৫-৩-৯৪ ইং।

৫। গ্রিভেন্স পিটিশন, তারিখ ১৮-৩-৯৪ ইং ও পোষ্টাল রশিদ ও এডি।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শিত হয় ঃ

(ক) অভিযোগ পত্র তারিখ ২৮-৯-৯৩ ইং।

(খ) অভিযোগ পত্রের জবাব, তারিখ ৬-১০-৯৩ইং।

(গ) তদন্তে হাজির হওয়ার নোটিশ, তারিখ ৪-১১-৯৩ ও ৯-২-৯৪ ইং।

(ঘ) বাদীর ব্যক্তিগত শুনানীর প্রতিবেদন নোটিশ, তারিখ ১৫-২-৯৪ ইং।

(ঙ) বরখাস্ত পত্র, তারিখ ৫-৩-৯৫ ইং।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের বক্তব্য এবং নথি পর্য্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ মিলের কতিপয় শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তার মারাত্মক গাফিলতির কারণে জাপানে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল এবং আমদানীকারক কর্তৃক উথাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে বি জে এম সি কর্তৃক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গৃহীত করে এবং ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানীর কারণে জাপানী পণ্য বাজারে বাংলাদেশের এবং প্রতিপক্ষ মিলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। প্রতিপক্ষ তৎপ্রেক্ষিতে বাদীর উপর কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করিয়া তাহার লিখিত জবাব গ্রহণ করিয়া বিজে এম সি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তা মেম্বার ইন্সপেকশন টিম কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পন্ন করা হয় এবং তদন্তে বাদী দোষী সাব্যস্ত হন। তাহার ব্যক্তিগত শুনানী অন্তে ইং ৫-৩-৯৪ প্রদঃ ৪ মূলে বরখাস্ত হন।

সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও নথি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রায় ৪০ উর্ধ শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তার গাফিলতির জন্য তর্কিত ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি হইয়াছিল এবং বাদী তাহাদের মধ্যে অন্যতম এবং ঐ পণ্য রপ্তানী প্রস্তুতকালে বাদীর নিজস্ব ত্রুটি সন্দেহতীতভাবে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সনাক্ত ও প্রমাণিত হয় নাই। তাহার বিরুদ্ধে অভ্যাসগত গাফিলতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। বাদীর অতীত চাকুরী রেকর্ড ভাল। এমতাবস্থায় পত্র নং ৬২৫ /এল/বি/১৩(ক), তারিখ ৫-৩-৯৪ অবৈধ সাব্যস্ত সাপেক্ষে বাদিকে তাহার পূর্বতন চাকুরীতে পূর্নবহালযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

মামলার সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি এই অভিমত পোষণ করি যে,চাকুরীতে পুনর্বহালের পরে যদি কোন বকেয়া মজুরী ভাতা ইত্যাদি পাইবে না এবং ৫-৩-৯৪ তারিখ হইতে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত তাহার অনুপস্থিতি কাল বিনা মজুরী ভাতাতে অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে। ফল স্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

আদেশ হইল যে, অত্র মামলা প্রতিদন্দি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক বিচারে এবং অন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একপাক্ষিক বিচারে মুঞ্জুর করা হইল। পত্র সুত্র নং ৬২৫/এল,বি/১৩(ক) তারিখ ৫-৩-৯৪ বাতিল সাব্যস্ত করিয়া বাদীকে তাহার চাকুরীতে পূনর্বহালের আদেশ দেওয়া হইল। বাদী কোন বকেয়া মজুরী ভাতা ইত্যাদি পাইবে না এবং ৫-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত তাহার অনুপস্থিতির কাল বিনা মজুরী ভাতায় অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে কার্য্যকর করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য ঃ ১। জনাব

২। জনাব

মামলা নং সি–১২৮/৯৪।

বাদী পক্ষ ঃ মোঃ আফছার আলী, পিতা মোঃ আমীর উদ্দিন,
সাং চরপাড়া, পোঃ খয়েরপুর,
থানা মীরপুর, জেলা কুষ্টিয়া।

বনাম

বিবাদী পক্ষ ঃ কৃষিতত্ত্ববিদ, আমলা পরীক্ষামূলক খামার,
পা উ বো, আমলা, সাং আমলা, খায়রপুর,
থানা মীরপুর, জেলা কুষ্টিয়া।

২। উপ–প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, পা উ বো,
কুষ্টিয়া, সাং ও পোঃ এবং
জেলা কুষ্টিয়া।

বাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জনাব আবু মহসিন।

বিবাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জি, রওশন আলী।

শুনানীর তারিখঃ ২৮–১০–৯৬ ইং

রায়ের তারিখ ঃ ৩০–১০–৯৬ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক একটি মামলা। সংক্ষেপে বাদীর মামলাটি নিম্নরূপঃ—

বাদী আনুমানিক ২৫ বৎসরাধিক কাল পূর্বে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে নির্দিষ্ট গ্রেডে ও স্কেলে নির্ধারিত বেতনে স্থায়ী ও নিয়মিত "লেবার পদে নিয়োগ লাভের পর হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত ভিত্তিতে কোন প্রকার ছেদ ব্যতিরেকে অদ্যাবধি নিয়োজিত আছেন। নিয়োগের সময় হইতে পূর্ববর্তীক্রমে প্রতিপক্ষ বাদীকে ওয়ার্কচার্জড এষ্টাবলিশমেন্ট অস্থায়ী ও অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগদান করিয়াছেন মর্মে প্রকাশ করেন যাহা বেআইনী হইতেছে। বাদী একজন নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় ইং ১৯৭২/৭৩ সালে অন্যান্যের সহিত বাদীকে নিয়মিত এষ্টাবলিশমেন্টে প্রাপ্ত বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিয়া সন্তোষজনক পুলিশ ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে আত্মীকরণপূর্বক বাদীকে তথাকথিকভাবে নিয়মিত ও স্থায়ী করেন এবং আমলা পরীক্ষামূলক খামারে প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য পদ প্রদান করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা প্রদান করেন। বাদী স্থায়ী নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় ইং ১–৭–৭৭ তারিখ হইতে বিবাদী পক্ষ বাদীর অজান্তে ও অজ্ঞাতে বাদীকে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে কর্মরত মাষ্টার রোল কর্মচারী বর্ণনা করিয়া বাদী প্রাপ্ত বেতন স্কেল ও গ্রেড একই লেবার পদে ওয়ার্কচার্জড

কর্মচারী হিসাবে পুনরায় আত্মীকরণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাদী তখন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী থাকেন না বা ওয়ার্কচার্জড এস্টাবলিশমেন্ট কি বাদী তাহা জানেন না। উক্ত তথাকথিক আত্মীকরনের সময় জাতীয় বেতন স্কেলে এবং গ্রেডে ১৩০-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০ টাকা স্কেলে নির্ধরিত বেতনে বাদী কর্মরত থাকেন এবং নিয়োগ লাভের পর হইতে বাদী জাতীয় বেতন গ্রেডে ও স্কেলে বেতন ও ভাতাদি নির্ধারিত ও প্রদত্ত হইয়াছেন এবং অন্যান্য নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় বিধি মোতাবক আর্নড লীভ, ক্যাজুয়াল লীভ ও মেডিকেল লীভ নগদীকরণের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাদী পরবর্তীতে জানিতে পারেন ইতিপূর্বে তাহাকে প্রদত্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা বিবাদী পক্ষ স্থগিত করিয়াছেন। যাহা অন্যায়, বেআইনী ও বাতিলযোগ্য। প্রতিপক্ষ আমলা পরীক্ষামূলক খামারে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরী বহি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। বাদীর চাকুরী বহিও বিবাদী পক্ষ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়াছেন। নিয়োগের তারিখ হইতে বাদীর চাকুরী সংক্রান্ত যাঁবতীয় তথ্য চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে। বিবাদীপক্ষ কোন কোন কর্মচারীর চাকুরী বহি হইতে ইং ১৯৭৭সাল পূর্ববর্তী অংশ বাদ দিয়া তাহার চাকুরী বহি পুনঃ প্রস্তুত করিয়াছেন। যাহা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও বাতিলযোগ্য। ইতিপূর্বে বাদী বহুবার লিখিত ও মৌখিকভাবে নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদানের আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহাতে কর্নপাত না করায় বাদী ইং ৩১-১০-৯৪ তারিখের মধ্যে বাদীকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিবার এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য করার জন্য ইং ১৭ ১০-৯৪ তারিখে বিবাদীর নিকট দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্তে বাদী আরও উল্লেখ করেন যে ৩১-১০-৯৪ তারিখের মধ্যে বাদীর প্রার্থীত দাবী পূরণ না করিলে ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে বিবাদী তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে। বিবাদী পক্ষগণ ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ করেন নাই। ফলে বাদী ক্ষুব্ধ হইয়া ১০-১১-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বিবাদী পক্ষের গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেণ। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাদীপক্ষ বাধ্য হইয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন। বাদী আরও উল্লেখ করেন যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন জি কে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্প এর জনৈক রাধাকান্ত অধিকারী বাদীর ন্যায় একই কারণে অত্র আদালতে আই, আর, ও -৫৪/৮৯ নং মামলা দায়ের করিয়া তাহার অনুকূলে রায় প্রাপ্ত হন এবং বিবাদী উক্ত রায় কার্যকর করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কোন রীট হয় নাই। ফলে উক্ত রায় কার্যকর আছে।

বিবাদী পক্ষ অত্র মামলার একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর আরজির সমদয় বক্তব্য অস্বীকার করেন। সংক্ষেপে বিবাদীর মামলাটি নিম্নরূপঃ-

প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে বাদী মাষ্টার রোল শ্রমিক ছিলেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৬৫ সালের সার্ভিস রুলের ১৮/১ ধারায় বর্ণিত দুই প্রকারের পদ (ক) রেগুলার ও (খ) ক্যাজুয়াল পদের বিধান আছে। ওয়ার্কচার্জড পদ ক্যাজুয়াল শ্রেণীর আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস অর্ডার নং ৪৩৮-ডব্লিউ, পিসি এস-১১১/এস্টাবলিশমেন্ট, তারিখ ১৮-৬-৭২ এবং সিদ্ধান্ত নং ৩২৫৯/১ (৮), তারিখ ১১-১২-৭২ ইং অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ ইং ৮-২-৭৩ তারিখের আদেশ মোতাবেক উক্ত তারিখ হইতে মাষ্টার রোল এস্টাবলিশমেন্ট হইতে রেগুলার এস্টাবলিশমেন্ট শ্রমিক পদে টাকা বেতন ৭০-১-৮৫-ইবি-২-৯৫ স্কেলে আত্মীকরণ করা হয় (এ্যাবজরভ)। পরবর্তীতে আমলা পরীক্ষামূলক খামারের জন্য বাপাউবো স্মারক নং ৫৮৪-ডব্লিউ, ডি,বি (সেক্রেটারিয়েট)-২(প্রশাসন)১ম-১১২/৭৮, তারিখ ২৯-১০-৭৭ স্মারক দ্বারা ১-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে ১০০ জন ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক পদের অনুমোদন প্রদান করেন। পাউবোঃ পরবর্তীতে উক্ত ২৯-১০-৭৭ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে ২৮-২-৭৮, তারিখের স্মারক নং ২০৫-৮১(৭) এর মাধ্যমে দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য মাষ্টার রোলে কর্মরত শ্রমিকগণকে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেডে (১৩০-৫-১৮০-ইবি -৬-২৪০) স্কেলে ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক রূপে আত্মীকরণ করা হয়। দরখাস্তকারী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক হিসাবে ইং ১-৭-৭৭ তারিখে কাজে যোগদান করেন। উক্ত তারিখ হইতে দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ফাইল ও চাকুরী বহি খোলা হয়। যোগদানের তারিখে অর্থাৎ ইং ১-৭-৭৭ তারিখে

উল্লেখিত নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে দরখাস্তকারীর মূল বেতন ১৩০/- টাকা নির্ধারিত হয় । পাউবোঃ চাকুরী বিধি দ্বারা দরখাস্তকারীর চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। পাউবোঃ চাকুরী বিধি ৩৯(২) ধারা মোতাবেক ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকের ২২/১ দিন আর্নড লীভ পাওনা হয়। সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের বেশী অর্জিত ছুটি পাওনা হয় না। নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বোর্ডের চাকুরী বিধি ৩৯(১) ধারা মতে ১১/১ দিন আর্নড লীভ পাওনা হয় এবং চাকুরীর দীর্ঘতানুযায়ী আর্নড লীভ পাওনা হয়। নিয়মিত কর্মচারীগণই কেবল মাত্র প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ভোগ করেন। দরখাস্তকারী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক হেতু দরখাস্তকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাদি পাইবার অধিকারী নহে। দরখাস্তকারী মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকারী কোন প্রকার প্রতিকার পাইবেন না। প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে রাধাকান্ত অধিকারী কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ পাউবো কর্তৃপক্ষ উক্ত আদালতে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করেন নাই। উক্ত রায় এই বিবাদীগণের উপর নজির হিসাবে বাধ্যকর নহে।

বিচার্য বিষয়

১। বাদী তাহার আর্জিতে প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে অধিকারী কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিলাম। বিবাদী পক্ষগণ লিখিত জবাবে বলেন যে, বাদীর প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন মোতাবেক বারিত।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ড পি ও ২৬/৭২ নং আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারায় উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। উক্ত আইনের (তিন) ধারার বিধান মোতাবেক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। সে কারণে বাদীকে প্রতিপক্ষের অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা যায়। নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে নিয়মিত ও স্থায়ী গণ্য করতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রাপ্তির প্রার্থনায় অত্র মামলা দাখিল করেন যাহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(এম), ২(বি), ৪ ও ২০ ধারায় আওতাভুক্ত। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি বাদীর প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ মোতাবেক বারিত নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বাদী নিয়োগের পর হইতে বিবাদী পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী এবং গ্রাচ্যুইটি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদির প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক গ্রহনযোগ্য কি না ?

এখানে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ-

Rule-4(2) of Boards (Employees) Rule, 1982. Defines—A Permanent post shall be a post carrying a definite time scale of pay and sanctioned without limit of time.

Rule 2(41) Defines—"Time-Scale of Pay means pay which arises by periodical increments from a minimum to the maximum."

On his first appointment petitioner was appointed in the National Scale which is a time scale of pay in terms of Rule 2(4), Section 2(M) of Employment of Labour (Standing orders) Act, 1965 defines permanent worker as one who has been engaged on a permanent basis or who has

satisfactorily completed the period of probation in the shop or the Commercial or Industrial establishment.

বাদী তাহার সার্ভিস বহি দাখিল করিয়াছে। বাদীর সার্ভিস বহি, আর্জি ও জবাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে বিরতিহীনভাবে চাকুরী করিয়াছেন। সুতরাং বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী কর্মচারী। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী ১৯ ডি,এল, আর এর ৭৭১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রুলিংটি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন যাহা নিম্নরূপঃ- "An employer holding/an appointment of indefinite in duration though described as temporary is entitled to the same protection under section 240(3) of Government of India Act, 1935, as was available to permanent Government servants."

আমার বিবেচনায় উপরোক্ত রুলিংটি বাদীর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং বাদী তাহার চাকুরীর নিয়োগের তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিক। এখানে প্রশ্ন হইল শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন,১৯৬৫ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেলায় প্রযোজ্য কি না ?

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তাহার কর্মচারীদের চাকুরী বিধি ১৯৮২ সালে তৈয়ার করে যাহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৩ ধারার বিধি মোতাবেক করা হয়। অধিকন্তু শ্রমিক নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ১(৪বি) ধারা, ২ ধারা, ২(এফ) ধারা, ৩ ধারা এবং প্রেসিডেন্ট আদেশ ৫৯/৭২ আর্টিকেল ২৬ এ উল্লিখিত বিধিসমূহ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী বিবাদীর অধীনে একজন শ্রমিক হিসাবে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(বি) ধারা মোতাবেক প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। উক্ত আইনের ২৫ ধারা নিম্নরূপঃ-

Section 25,Grievance procedure-(1) any individual worker who has a grievance in respect of any matter covered under this Act and intends to seek redress thereof under this section shall observe the following procedure.

Grievance of the petitioner are with regard to his service conditions covered under the above Act and he has observed the procedure prescribed by section 25 of the said Act.

বাদী গ্রীভান্স দরখাস্ত তাহার চাকুরীর শর্ত সংক্রান্ত যাহা উপরিল্লিখিত বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিধি ৪,২(৪১) মোতাবেক বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একজন নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক। তাহাতে পি ও-২৬/৭২ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী প্রবিধান মালা ১/৮২ কোন বাধা নয়। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী এ প্রসংগে ৪৫ ডি,এল, আর এর ২৯৩ পাতায় ১নং প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত রুলিংটি প্রস্তাব করেন যাহা নিম্নরূপঃ-

" The Corporation has a right to frame its own rules conscrning the condition of employment of workers as provided under the proviso to section 3 of employment of labour (Standing orders)Act.

মামলার নথি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আদালত বিবাদী পক্ষকে বাদীর সার্ভিস বহি দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করেন কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাহা দাখিল করেন নাই। বাদী পক্ষ তাহার সার্ভিস বহির ফটোকপি আদালতে দাখিল করিয়াছে। উক্ত সার্ভিস বহি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে প্রতিবৎসর বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলসমূহে

বেতন নির্ধারণের সুবিধা,টাইম স্কেল,ক্যাজুয়াল ও আর্নড লীভের সুবিধা অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীর ন্যায় যথারীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে বাদী লেবার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাহার পদটি একটি নিয়মিত ও স্থায়ী পদ এবং অদ্যাবধি তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত আছেন। এমতাবস্থায় সার্ভিস বহি ও অস্থায়ী বা ওয়ার্কচার্জড শব্দটি কোন অবস্থাতেই বাদীর চাকুরীর নিয়মিত ও স্থায়ী শর্তাদির বিরুদ্ধে কার্যকর নহে।

এক্ষণে দেখতে হবে যে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক গ্রিভান্স প্রসিডিউর প্রতিপালন করা হইয়াছে কি না ? নথিপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় বাদী রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ১৭-১০-৯৪ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষের নিকট তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদানের আবেদন করিয়াছে। কিন্তু বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত ৩১-১০-৯৪ তারিখের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ না করায় ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষ বাদীর দাবী নাকোচ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হয়। তৎপর বাদী ১০-১১-৯৪ তারিখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাধ্য হইয়া বাদী ১০-১২-৯৪ ইং তারিখে অর্থাৎ আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্র মামলা দায়ের করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে, বাদীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় এবং বাদী তাহার আরজীতে উল্লিখিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

ফলাফল স্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, বাদীর মামলা দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় মঞ্জুর করা হইল। বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী গণ্যে বিধি মোতাবেক সকল সুযোগ-সুবিধা পাইবে। অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৪০(চল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করিতে হইবে।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
বিভাগীয় শ্রম আদালত,
খুলনা বিভাগ, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।
সদস্য ঃ ১। জনাব এ,এস,এম, আব্দুস সবুর।
২। জনাব ফ,ম, সিরাজুল হক।

মোকদ্দমা নং-সি-১৪২/৯৪।

প্রার্থী ঃ মোঃ আবুল হাসেম, পিতা মোঃ ওমর আলী,
সাং কোষাবাড়িয়া, পোঃ খয়েরপুর,
থানা মীরপুর,জেলা কুষ্টিয়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ কৃষি তত্ত্ববিদ, আমলা পরীক্ষামূলক খামার, পা উ বো,
আমলা, সাং আমলা, পোঃ খয়েরপুর,থানা মীরপুর,
জেলা কুষ্টিয়া এবং অন্য একজন।

প্রার্থী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জনাব আবু মহসিন।
প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জি,এম, রওশন আলী।
শুনানীর তারিখ ঃ ১১-৮-৯৬ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ১৪-৮-৯৬ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ অহিনের ২৫ ধারা মোতাবেক একটি মামলা। সংক্ষেপে বাদীর মামলাটি নিম্নরূপঃ-

বাদী আনুমানিক ২৫ বৎসরাধিক কাল পূর্বে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে নির্দিষ্ট গ্রেড়ে ও স্কেলে নির্ধারিত বেতনে স্থায়ী ও নিয়মিত লেবার পদে নিয়োগ লাভের পর হইতে বাদী স্থায়ী ও নিয়মিত ভিত্তিতে কোন প্রকার ছেদ ব্যতিরেকে অদ্যাবধি নিয়োজিত আছেন। নিয়োগের সময় হইতে পূর্ববর্তীক্রমে প্রতিপক্ষ বাদীকে ওয়ার্কচার্জড এষ্টাবলিশমেন্টে অস্থায়ী ও অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগদান করিয়াছেন মর্মে প্রকাশ করেন যাহা বেআইনী হইতেছে। বাদী একজন নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় ইং ১৯৭২/৭৩ সালের অন্যান্যের সহিত বাদীকে নিয়মিত এষ্টাবলিশমেন্টে প্রাপ্ত বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিয়া সন্তোষজনক পুলিশ ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে আত্মীকরণপূর্বক বাদীকে তথাকথিতভাবে নিয়মিত ও স্থায়ী করেন এবং আমলা পরীক্ষামূলক খামারে প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য পদ প্রদান করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা প্রদান করেন। বাদী স্থায়ী নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় ইং ১-৭-৭৭ তারিখ হইতে প্রতিপক্ষ বাদীর অজান্তে ও অজ্ঞাতে বাদী আমলা পরীক্ষামূলক খামারে কর্মরত মাষ্টার রোল কর্মচারী বর্ণনা করিয়া বাদীর প্রাপ্ত বেতন স্কেল ও গ্রেডে একই লেবার পদে ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী হিসাবে পুনরায় আত্মীকরণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাদী তখন ওয়ার্কচার্জড মাষ্টার রোল কর্মচারী থাকেন না বা ওয়ার্কচার্জড এষ্টাবলিশমেন্ট কি বাদী তাহা জানেন না। উক্ত তথাকথিত আত্মীকরণের সময় জাতীয় বেতন স্কেলে এবং গ্রেডে ১৩০-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০ টাকা স্কেলে নির্ধারিত বেতনে বাদী কর্মরত থাকেন এবং নিয়োগ লাভের পর হইতে বাদী জাতীয় বেতন গ্রেডে ও স্কেলে বেতন ও ভাতাদি নির্ধারিত ও প্রদত্ত হইয়াছেন এবং অন্যান্য নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় বিধি মোতাবেক

আর্নড লীভ,ক্যাজুয়াল লীভ, মেডিকেল লীভ নগদীকরণের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাদী পরবর্তীতে জানিতে পারেন ইতিপূর্বে তাহাকে প্রদত্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রতিপক্ষ স্থগিত করিয়াছেন। যাহা অন্যায়; বেআইনী ও বাতিলযোগ্য। প্রতিপক্ষ আমলা পরীক্ষামূলক খামারে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরী বহি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। বাদীর চাকুরী বহি প্রতিপক্ষ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়াছেন। নিয়োগের তারিখ হইতে বাদীর চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে। প্রতিপক্ষ কোন কোন কর্মচারীর চাকুরী বহি হইতে ইং ১৯৭৭ সাল পূর্ববর্তী অংশ বাদ দিয়া তাহাকে চাকুরী বহি পুনঃ প্রস্তুত করিয়াছেন। যাহা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও বাতিলযোগ্য। ইতিপূর্বে বাদী বহুবার লিখিত ও মৌখিকভাবে নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে স্থায়ী নিয়মিত কর্মচারী গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদানের আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহাতে কর্নপাত না করায় বাদী ইং ৩১-১০-৯৪ তারিখের মধ্যে বাদীকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিবার এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য প্রদানের জন্য ইং ১৬-১০-৯৪ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্তে দাবী আরও উল্লেখ করেন যে ৩১-১০-৯৪ তারিখের মধ্যে বাদীর প্রার্থীত দাবী পূরণ না করিলে ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষ তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে। প্রতিপক্ষগণ ৩১-১০-৯৪ তারিখের মধ্যে বাদীর উক্ত দাবী পূরণ করেন নাই। ফলে বাদী ক্ষুব্ধ হইয়া ১০-১১-৯৪ তারিখ রেজিষ্টি ডাকযোগে প্রতিপক্ষগণের নিকট গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বাদীর গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাদী বাধ্য হইয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন। বাদী আরও উল্লেখ করেন যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন জিকে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্প এর জনৈক রাধাকান্ত অধিকারী বাদীর ন্যায় একই কারণে অত্র আদালতে আই, আর, ও-৫৪/৮৯ নং মামলা দায়ের করিয়া তাহার অনুকূলে রায়প্রাপ্ত হন এবং প্রতিপক্ষ উক্ত রায় কার্য্যকর করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কোন রীট হয় নাই। ফলে উক্ত রায় কার্য্যকর আছে।

বিবাদী পক্ষ অত্র মামলার একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর আরজীর বক্তব্যসমূহ অস্বীকার করেন। সংক্ষেপে বিবাদীর মামলাটি নিম্নরূপ ঃ—

বাদী মাষ্টার রোল শ্রমিক ছিলেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৬৫ সালের সার্ভিস রুল এর ১৮/১ ধারায় বর্ণিত দুই প্রকারের পদ (ক) রেগুলার ও (খ) ক্যাজুয়াল পদের বিধান আছে। ওয়ার্কচার্জড পদ ক্যাজুয়াল শ্রেণী পদের আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ওর্ডার নং ৪৩৮ ডব্লিউ পি সি এস (১১৯) এষ্টাবলিসমেন্ট তারিখ ১৮-৬-৭২ এবং সিদ্ধান্ত নং ৩২৫১/১(৮), তারিখ ১১-১২-৭২ইং অনুযায়ী প্রতিপক্ষ ইং ৮-২-৭৩ তারিখের আদেশ মোতাবেক উক্ত তারিখ হইতে মাষ্টার রোল এষ্টাবলিসমেন্ট হইতে রেগুলার এষ্টাবলিসমেন্ট শ্রমিক পদে বেতন টাকা ৭০-১-৮৫-২-৯৫ স্কেলে আত্মীকরণ করা হয়(এ্যাবজরব)। পরবর্তীতে আমলা পরীক্ষামূলক খামারের জন্য বাপাউবো, স্মারক নং ৫৮৪-ডব্লিউ, ডি,বি, (সেক্রেটারিয়েট)-২ (প্রশাসন) ১ম-১১২/৭৮, তারিখ ২৯-১০-৭৭ স্মারক দ্বারা ১-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে ১০০ জন ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক পদের অনুমোদন প্রদান করেন। পাউবো ঃ পরবর্তীতে উক্ত ২৯-১০-৭৭ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে ইং ২৮-২-৭৮ তারিখের স্মারক নং ২০৫-৮১(৭), তারিখ ২৮-২-৭৮ এর মাধ্যমে বাদীসহ অন্যান্য মাষ্টার রোলে কর্মরিত শ্রমিকগণকে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে জাতীয় বেতন স্কেলে ১০ম গ্রেডে(১৩০-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০) স্কেলে ওয়ার্কচার্জ শ্রমিকরূপে আত্মীকরণ করা হয়। দরখাস্তকারী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক হিসাবে ইং ১-৭-৭৭ তারিখে কাজে যোগদান করেন। উক্ত তারিখ হইতে বাদীসহ অন্যান্য ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ফাইল ও চাকুরী বহি খোলা হয়। যোগদানের তারিখ অর্থাৎ ইং ১-৭-৭৭ তারিখে উল্লেখিত নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে বাদীর মূল বেতন ১৩০ টাকা নির্ধারিত হয়। পাউবোঃ চাকুরী বিধি দ্বারা বাদীর চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। পাউবোঃ চাকুরী বিধি ৩৯(২)ধারা মোতাবেক ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকের ২২/১ দিন আর্নড লীভ পাওনা হয়। সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের বেশী অর্জিত ছুটি পাওনা হয় না। নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বোর্ডের চাকুরী বিধি ৩৯ (১) ধারা মতে ১১/১ দিন আর্নড লিভ পাওনা হয় এবং চাকুরীর দীর্ঘতা অনুযায়ী আর্নড লীভ পাওনা হয়। নিয়মিত কর্মচারীগণই কেবলমাত্র প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ভোগ করেন। বাদী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকহেতু বাদী প্রভিডেন্ট ফান্ডের

সুবিধাদি পাইবার অধিকারী নহে। দরখাস্তকারী মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। বাদী কোন প্রতিকার পাইবেন না। প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে রাধাকান্ত অধিকারী কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ পাউবো কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করেন নাই। উক্ত রায় এই প্রতিপক্ষগণের উপর নজির হিসাবে বাধ্যকর নহে।

বিচার্য বিষয়

১। বাদী কি তাহার আরজিতে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদিও রেকর্ড পর্যালোচনা করিলাম। প্রতিপক্ষ তাহার লিখিত জবাবে বলেন যে, প্রার্থীর প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন মোতাবেক বারিত।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পিও ২৬/৭২নং আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারায় উল্লেখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। উক্ত আইনের ৩ ধারা বিধান মোতাবেক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। সে কারণে প্রার্থীকে প্রতিপক্ষের অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রার্থী নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে নিয়মিত ও স্থায়ী গণ্য করতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রাপ্তির প্রার্থনায় অত্র মামলা দাখিল করেন যাহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২ (এম), ২ (বি), ৪ ও ২০ ধারার আওতাভুক্ত। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি প্রার্থীর প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ মোতাবেক বারিত নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে,প্রার্থী নিয়োগের পর হইতে প্রতিপক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী এবং গ্রাচুইটি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদির প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক গ্রহণযোগ্য কি না ?

এখানে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যেমনঃ—

Rule-4(2) of Boards (Employees) Rule, 1982. Defines—A Permanent post shall be a post carrying a definite time scale of pay and sanctioned without limit of time.

Rule 2(41) Defines "Time-Scale of pay means pay which arises by periodical increments from a minimum to the maximum."

On his first appointment petitioner was appointed in the scale of টাকা ১৩০-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০/ which is a time scale of pay in terms of Rule 2(4). Section 2(M) of Employment of Labour (Standing orders) Act, 1965 defines permanent worker as one who has been engaged on a permanent basis or who has satisfactorily completed the period of probation in the shop or the commercial or industrial establishment.

প্রার্থী তাহার সার্ভিস বহি দাখিল করিয়াছে। প্রার্থীর সার্ভিস বহি এবং আরজীরও জবাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, প্রার্থী প্রতিপক্ষে অধীনে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে বিরতিহীনভাবে চাকুরী করিয়াছেন। সুতরাং প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী কর্মচারী। প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী ১৯ ডি,এল,আর এর ৭৭১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রুলিংটি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করে যাহা নিম্নরূপঃ-

"An employer holding an appointment of indefinite in duration though described as temporary is entitled to the same protection under section 240(3) of Government of India Act, 1935, as was available to permanent Goverment servants."

আমার বিবেচনায় উপরোক্ত রুলিংটি প্রার্থীর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং প্রার্থী তাহার চাকুরীর নিয়োগের তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিক।

এখন প্রশ্ন হইল শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেলায় প্রযোজ্য কি না ?

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তাহার কর্মচারীদের চাকুরী বিধি ১৯৮২ সালে তৈয়ার করে যাহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৩ ধারার বিধি মোতাবেক করা হয়। অধিকন্তু শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন এর ১ (৪বি) ধারা, ২ ধারা, ২(এফ) ধারা, ৩ ধারা এবং প্রেসিডেন্ট আদেশ ৫৯/৭২ আর্টিইকেল ২৬ এ উল্লিখিত বিধিসমূহ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে একজন শ্রমিক হিসাবে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১)(বি) ধারা মোতাবেক প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। উক্ত আইনের ২৫ ধারা নিম্নরূপঃ-

Section 25, grievance procedure-(1) any individual worker who has a grievance in respect of any matter covered under this Act and intends to seed redress thereof under this section shall observe the following procedure:—

Grievance of the petitioner are with regard to his service conditions coverd under the above Act and he has observed the procedure prescribed by section 25 of the said Act.

প্রার্থীত গ্রিভান্স দরখাস্ত তাহার চাকুরীর শর্তসংক্রান্ত যাহা উপরিল্লিখিত বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিধি ৪, ২ (৪৯) মোতাবেক প্রার্থী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একজন নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক। তাহাতে পিও ২৬/৭২ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী প্রবিধানমালা ১/৮২ কোন বাধা নয়। প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী প্রসংগে ৪৫ ডি, এল, আর এর ২৯৩ পাতায় ১নং প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত রুলিংটি প্রস্তাবকের যাহা নিম্নরূপঃ—

"The Corporation has a right to frame its own rules concerning the condition of employment of workers as provided under the proviso to section 3 of Employment of Labour (Standing Orders) Act."

মামলার নথি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আদালত প্রতিপক্ষকে প্রার্থীর সার্ভিস বহি দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহা দাখিল করেন নাই । প্রার্থী পক্ষ তাহার সার্ভিস বহির ফটোকপি আদালতে দাখিল করিয়াছে । উক্ত সার্ভিস বহি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রার্থী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে প্রতি বৎসর বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলসমূহে বেতন নির্ধারণের সুবিধা, টাইম স্কেল, ক্যাজুয়াল ও আর্নড লীভ এর সুবিধা অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীর ন্যায় যথারীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী লেবার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং লেবার পদটি একটি নিয়মিত ও স্থায়ী পদ এবং অদ্যাবধি তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত আছেন। এমতাবস্থায় সার্ভিস বহি ও অস্থায়ী বা ওয়ার্কড চার্জড শব্দটি কোন অবস্থায় প্রার্থীর চাকুরীর নিয়মিত ও স্থায়ী শর্তাদির বিরুদ্ধে কার্যকর নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক থ্রিভাল্স প্রসিডিউর প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা। নথিপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় বাদী রেজিষ্টি ডাকযোগে ১৬-১০-৯৪ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিদা প্রদানের আবেদন করিয়াছে। কিন্তু বাদীকে তাহার উপরোক্ত দরখাস্তে বর্ণিত ৩১-১০-৯৪ তারিখের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ না করায় ৩১-১০-৯৪ তারিখে প্রতিপক্ষ বাদীর দাবী নাকোচ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হয়। তৎপর বাদী ১০-১১-৯৪ তারিখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থ্রিভাল্স পিটিশন করে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার থ্রিভাল্স নিরসন না করায় বাধ্য হইয়া বাদী ১০-১২-৯৪ তারিখে অর্থাৎ আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্র মামলা দায়ের করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে, বাদীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় এবং বাদী তাহার আরজীতে উল্লিখিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

ফলাফল স্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে,বাদীর মামলা দোতরফা সূত্রে বিনাখরচায় মঞ্জুর করা হইল। বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী গণ্যে বিধি মোতাবেক সকল সুযোগ সুবিধা পাইবে। অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৪০(চল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্য্যকর করিতে হইবে।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা বিভাগ,
খুলনা।

বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।
সদস্য ঃ ১। জনাব দেলোয়ার হোসেন,
২। জনাব নুরুল ইসলাম,
মামলা নং–সি–১৪৭/৯৪

বাদী ঃ মোঃ আলতাব হোসেন, পিতা মরহুম আফসার আলী,
সাং কচুবাড়িয়া, থানা মীরপুর, পোঃ আমলা সদরপুর,
জেলা কুষ্টিয়া।

বনাম

বিবাদী ঃ ১। কৃষি তত্ত্ববিদ, আমলা পরীক্ষামূলক খামার, পাউবো, আমলা,
সাং আমলা, পোঃ খয়েরপুর, থানা মীরপুর, জেলা কুষ্টিয়া।

২। উপ–প্রধান কৃষি তত্ত্ববিদ, পাউবো, কুষ্টিয়া।

বাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জনাব আবু মহসিন,
বিবাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জনাব জি, রওশন আলী।
শুনানীর তারিখ ঃ ৫–১১–৯৬ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ১৩–১১–৯৬ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১) (খ) ধারা মোতাবেক একটি মামলা। সংক্ষেপে বাদীর মামলাটি নিম্নরূপ ঃ

বাদী আনুমানিক ২৫ বৎসরাধিক কাল পূর্বে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে নির্দিষ্ট গ্রেডে ও স্কেলে নির্ধারিত বেতনে স্থায়ী ও নিয়মিত "লেবার পদে" নিয়োগ লাভের পর হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত আছেন। নিয়োগের সময় হইতে পূর্ববর্তীক্রমে প্রতিপক্ষ বাদীকে ওয়ার্কচার্জড ইষ্টাবলিসমেন্ট অস্থায়ী ও অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দান করিয়াছেন মর্মে প্রকাশ করেন যাহা বেআইনী হইতেছে। বাদী একজন নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় ইং ১৯৭২–৭৩ সালে অন্যান্যের সহিত বাদীকে নিয়মিত ইষ্টাবলিসমেন্টে প্রাপ্ত বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিয়া সন্তোষজনক পুলিশ ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে আত্মীকরণপূর্বক বাদীকে তথাকথিতভাবে নিয়মিত ও স্থায়ী করেন এবং আমলা পরীক্ষামূলক খামারে প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য পদ প্রদান করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা প্রদান করেন। বাদী স্থায়ী নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় ইং ১–৭–৭৭ তারিখ হইতে বিবাদী পক্ষ বাদীর অজান্তে ও অজ্ঞাতে বাদীকে পরীক্ষামূলক খামারে কর্মরত মাষ্টার রোল কর্মচারী বর্ণনা করিয়া বাদীর প্রাপ্ত বেতন স্কেল ও গ্রেড একই লেবার পদে ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী হিসাবে পুনরায় আত্মীকরণ করেন। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে বাদী তখন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী থাকেন না বা ওয়ার্কচার্জড ইস্টাবলিসমেন্ট কি বাদী তাহা জানেন না। উক্ত তথাকথিত আত্মীকরণের সময় জাতীয় বেতন স্কেলে এবং গ্রেড ১৩০-৫-১৮০-ইবি -৬-২৪০ টাকা স্কেলে নির্ধারিত বেতনে বাদী কর্মরত থাকেন এবং নিয়োগ লাভের পর হইতে বাদী জাতীয় বেতন গ্রেডে ও স্কেলে বেতন ও ভাতাদি নির্ধারিত ও প্রদত্ত হইয়াছেন এবং অন্যান্য নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় বিধি মোতাবেক আর্নড লীভ, ক্যাজুয়াল লীভ ও মেডিক্যাল লীভ নগদীকরণের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাদী পরবর্তিতে জানিতে পারেন ইতিপূর্বে তাহাকে প্রদত্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা বিবাদী পক্ষ স্থগিত করিয়াছেন যাহা অন্যায়, বে-আইনী ও বাতিলযোগ্য। প্রতিপক্ষ আমলা পরীক্ষামূলক খামারে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরী বহি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। বাদীর চাকুরী বহিও বিবাদী পক্ষ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়াছেন। নিয়োগের তারিখ হইতে বাদীর চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে । বিবাদী পক্ষ কোন কোন কর্মচারীর চাকুরী বহি হইতে ইং ১৯৭৭ সাল পূর্ববর্তী অংশ বাদ দিয়া তাহার চাকুরী বহি পুনঃ প্রস্তুত করিয়াছেন। যাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বাতিলযোগ্য । ইতিপূর্বে বাদী বহুবার লিখিত ও মৌখিকভাবে নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদানের আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত না করায় বাদী ৩১-১০-৯৪ইং তারিখের মধ্যে বাদীকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিবার এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য করার জন্য ইং ১৭-১০-৯৪ তারিখে বিবাদীর নিকট দরখাস্ত করেন । উক্ত দরখাস্তে বাদী আরও উল্লেখ করেন যে ৩১-১০-৯৪ তারিখ হইতে বিবাদী তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে। বিবাদীপক্ষগণ ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ করেন নাই । ফলে বাদী ক্ষুব্ধ হইয়া ১০-১১-৯৪ ইং তারিখের রেজিষ্টি ডাকযোগে বিবাদী পক্ষের নিকট গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর গ্রিভ্যান্স নিরসন না করায় বাদীপক্ষ বাধ্য হইয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন। বাদী আরও উল্লেখ করেন যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন জি কে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্প এর জনৈক রাধাকান্ত অধিকারী বাদীর ন্যায় একই কারণে অত্র আদালতে আই, আর, ও-৫৪/৮৯ নং মামলা দায়ের করিয়া তাহার অনুকূলে রায় প্রাপ্ত হন এবং বিবাদী উক্ত রায় কার্যকর করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে বেতন রীট হয় নাই । ফলে উক্ত রায় কার্যকর আছে।

বিবাদী পক্ষ অত্র মামলায় একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর আরজীর সমুদয় বক্তব্য অস্বীকার করেন । সংক্ষেপে বিবাদীর মামলাটি নিম্নরূপ ঃ

বাদী একজন মাষ্টার রোল শ্রমিক ছিলেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৬৫ সালের সার্ভিস রুলের ১৮/১ ধারায় বর্ণিত দুই প্রকারের পদ (ক) রেগুলার এবং (খ) ক্যাজুয়াল পদের বিধান আছে। ওয়ার্কচার্জড পদ ক্যাজুয়াল শ্রেণীর আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস অর্ডার নং ৪৩৮-ডব্লিও, পি সি এস-১১১/ইষ্টাবলিসমেন্ট, তাং ১৮-৬-৭২ এবং সিদ্ধান্ত নং ৩২৫৯/১(৮), তারিখ ১১-১২-৭২ ইং অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ ৮-২-৭৩ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক উক্ত তারিখ হইতে মাষ্টার রোল ইষ্টাবলিসমেন্ট হইতে রেগুলার ইষ্টাবলিসমেন্ট শ্রমিক পদে টাকা ৭০-১-৮৫-ইবি-২-৯৫ বেতন স্কেলে আত্মীকরণ করা হয় । পরবর্তিতে আমলা পরীক্ষামূলক খামারের জন্য বা পাউবো, স্মারক নং ৫৮৪-ডব্লিওডি বি (সেক্রেটারিয়েট)-২ (প্রশাসন) ১ম-১১২/৭৮, তারিখ ২৯-১০-৭৭ স্মারক দ্বারা ১-৭-৭৭ ইং তারিখ

হইতে ১০০ জন ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক পদের অনুমোদন প্রদান করেন। পাউবো পরবর্তিতে উক্ত ২৯-১-৭৭ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে ২৮-২-৭৮ইং তারিখের স্মারক নং ২০৫-৮১(৭) এর মাধ্যমে দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য মাষ্টার রোলে কর্মরত শ্রমিকগণকে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেডে (টাকা ১৩০-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০) স্কেলে ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকরূপে আত্মীকরণ করা হয়। দরখাস্তকারী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক হিসাবে ১-৭-৭৭ইং তারিখে কাজে যোগদান করেন। উক্ত তারিখ হইতে দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ফাইল ও চাকুরী বহি খোলা হয়। যোগদান করার তারিখে অর্থাৎ ১-৭-৭৭ ইং তারিখে উল্লেখিত নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে দরখাস্তকারীর মূল বেতন ১৩০ টাকা নির্ধারিত হয়। পাউবো চাকুরী বিধি দ্বারা দরখাস্তকারীর চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। পাউবো চাকুরী বিধি ৩৯(২) ধারা মোতাবেক ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকের ২২/১ দিন আর্নড লীভ পাওনা হয়। সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের বেশী অর্জিত ছুটি পাওনা হয় না। নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বোর্ডের চাকুরী বিধি ৩৯(২) ধারা মতে ১১/১ আর্নড লীভ পাওনা হয় এবং চাকুরীর দীর্ঘতানুযায়ী আর্নড লীভ পাওনা হয়। নিয়মিত কর্মচারীগণই কেবলমাত্র প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ভোগ করেন। দরখাস্তকারী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকহেতু দরখাস্তকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাদি পাইবার অধিকারী নহেন। দরখাস্তকারী মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকরী কোন প্রকার প্রতিকার পাইবে না। প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে রাধাকান্ত অধিকারী কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ পাউবো কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করেন নাই। উক্ত রায় এই বিবাদীগণের উপর নজির হিসাবে বাধ্যকর নহে।

বিচার্য বিষয়

১। বাদী তাহার আর্জিতে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভই পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও রেকর্ড পত্র পর্য্যালোচনা করিলাম। বিবাদী পক্ষগণ লিখিত জবাবে বলেন যে বাদীর প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন মোতাবেক বারিত।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পি, ও, ২৬/৭২ নং আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (খ) ধারায় উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা হইতে দেখা যে পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান । উক্ত আইনের তিন ধারার বিধান মোতাবেক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ ও তৎসম্পকিত বিষয়সমূহ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৬৫ এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় ও সে কারণে বাদীকে প্রতিপক্ষের অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা যায়। নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে নিয়মিত ও স্থায়ী গণ্য করতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রাপ্তির প্রার্থনায় অত্র মামলা দাখিল করেন যাহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(এম), ২(বি), ৪ ও ২০ ধারার আওতাভুক্ত। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি বাদীর প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ মোতাবেক বারিত নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বাদী নিয়োগের পর হইতে বিবাদী পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী এবং গ্রাচুইটি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদির প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক গ্রহণযোগ্য কি না?

এখানে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ

Rule 4(2) of Boards(Employees) Rule, 1982. Defines—A permanent post shall be a post carrying a definite time scale of pay and sanctioned without limit of time.

Rule 2(4) Defines ''Time scale of pay means pay which arises by periodical increments from a minimum to the maximum.''

On his first appointment petitioner was appointed in the National scale which is a time scale of pay in terms of Rule 2(4), Section 2(M) Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 defines permanent worker as one who has been engaged of a permanent basis of who has satisfactorily completed the period of probation in the shop or the commercial or industrial establishment.

বাদী তাহার সার্ভিস বহি দাখিল করিয়াছে। বাদীর সার্ভিস বহি, আর্জি এবং জবাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে বিরতিহীনভাবে চাকুরী করিয়াছেন। সুতরাং বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী কর্মচারী, বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী ১৯ ডি,এল,আর, এর ৭৭১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রুলিংটি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন যাহা নিম্নরূপ ঃ

''An employer holding an appointment of indefinite in duration though described as temporary is entitled to the same protection under section 240(3) of Govt. of India Act, 1935, as was available to permanent Govt. servant''.

আমার বিবেচনায় উপরোক্ত রুলিংটি বাদীর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সুতরাং বাদী তাহার চাকুরীর নিয়োগের তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিক।

এখন প্রশ্ন হইল শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন , ১৯৬৫ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেলায় প্রযোজ্য কি না ?

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তাহার কর্মচারীদের চাকুরী বিধি, ১৯৮২ সালে তৈয়ার করেন যাহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ও ধারার বিধি মোতাবেক করা হয় । অধিকন্তু শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১ (৪বি) ধারা, ২ ধারা, ২ (এক) ধারা, ৩ ধারা এবং প্রেসিডেন্ট আদেশ ৫৯/৭২ আর্টিকেল ২৬ এ উল্লিখিত বিধিসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী বিবাদীর অধীনে একজন শ্রমিক হিসাবে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ)আইনের ২৫ (১) (খ) ধারা মোতাবেক প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। উক্ত আইনের ২৫ ধারা নিম্নরূপঃ

Section 25, Grievance procedure (1)—Any individual worker who has a grievance in respect of any matter covered under this Act and intends to seek redress thereof under this section shall observe the following procedure.

Grievance of the petitioner are with regard to his service conditions covered under the above Act and he has observed the procedure prescribed by section 25 of the said Act.

বাদী গ্রিভান্স দরখাস্ত তাহার চাকুরীর শর্ত সংক্রান্ত যাহা উপরোল্লিখিত বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিধি ৪, ২ (৪১) মোতাবেক বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একজন নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক। তাহাতে পি,ও, ২৬/৭২ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী প্রবিধান মালা ১/৮২ কোন বাধা নয় । বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী এই প্রসংগে ৪৫ ডি, এল, আর, এর ২৯৩ পাতায় ১নং প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত রুলিংটি প্রস্তাব করেন যাহা নিম্নরূপ ঃ-

"The Corporation has a right to frame its own rules concerning the condition of employment of workers as provided under the proviso to section 3 of employment of Labour (Standing Orders) Act.

মামলার নথি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আদালত বিবাদী পক্ষকে বাদীর সার্ভিস বহি দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করেন কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাহা করেন নাই। বাদী পক্ষ তাহার সার্ভিস বহির ফটো কপি আদালতে দাখিল করিয়াছেন । উক্ত সার্ভিস বহি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে প্রতি বৎসর বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলসমূহে বেতন নির্ধারণ এর সুবিধা , টাইম স্কেল, ক্যাজুয়াল ও আর্নড লীভের সুবিধা অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীর ন্যায় যথারীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী লেবার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাহার পদটি একটি নিয়মিত ও স্থায়ী পদ এবং অদ্যাবধি তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত আছেন । এমতাবস্থায় সার্ভিস বহি ও অস্থায়ী বা ওয়ার্কচার্জড শব্দটি কোন অবস্থাতেই বাদীর চাকুরীর নিয়মিত ও স্থায়ী শর্তাদির বিরুদ্ধে কার্যকর নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক গ্রিভান্স প্রসিডিউর প্রতিপালন করা হইয়াছে কি না । নথিপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে বাদী রেজিষ্টি ডাকযোগে ১৬-১০-৯৪ইং তারিখে বিবাদী পক্ষের নিকট তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদানের আবেদন করিয়াছে । কিন্তু বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত ৩১-১০-৯৪ইং তারিখের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ না করায় ৩১-১০-৯৪ তারিখে বিবাদী পক্ষ বাদীর দাবী নাকচ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হয়। তৎপর বাদী ১০-১১-৯৪ তারিখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাধ্য হইয়া বাদী ১০-১২-৯৪ ইং তারিখে অর্থ্যাৎ আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্র মামলা দায়ের করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে বাদীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় এবং বাদী তাহার আরজীতে উল্লেখিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী ।

ফলাফলস্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

আদেশ

হইল যে, বাদীর মামলা দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় মঞ্জুর করা হইল। বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী গণ্যে বিধি মোতাবেক সকল সুযোগ সুবিধা পাইবে। অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করিতে হইবে।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা ।

বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।

সদস্য ঃ ১। জনাব দেলোয়ার হোসেন,
২। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম।

মোকদ্দমা নং সি-১৬৩/৯৪

বাদী ঃ মোঃ আয়নুল হক পিং মোঃ হোসেন আলী,
সাং কচুবাড়িয়া, পোঃ খয়েরপুর, কুষ্টিয়া

বনাম

বিবাদী ঃ ১। কৃষি তত্ত্ববিদ, আমলা পরীক্ষামূলক খামার, পাউবো, আমলা,
সাং আমলা, পোঃ খয়েরপুর, থানা মীরপুর, কুষ্টিয়া।
২। উপ প্রধান কৃষি তত্ত্ববিদ, পাউবো, কুষ্টিয়া
সাং +পোঃ কুষ্টিয়া।

বাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জনাব মোঃ আবু মহসিন,
বিবাদী পক্ষের কৌশুলীর নাম ঃ জনাব জি রওশন আলী।
শুনানীর তারিখ ঃ ৫-১১-৯৬ ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ১২-১১-৯৬ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১) (খ) ধারা মোতাবেক একটি মামলা। সংক্ষেপে বাদীর মামলা নিম্নরূপঃ

বাদী আনুমানিক ৩০ বৎসরাধিককাল পূর্বে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে নির্দিষ্ট গ্রেডে ও স্কেলে নির্ধারিত বেতনে স্থায়ী ও নিয়মিত "লেবার" পদে নিয়োগ লাভের পর হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত ভিত্তিতে কোন প্রকার ছেদ ব্যতিরেকে অদ্যাবধি নিয়োজিত আছেন। নিয়োগের সময় হইতে পূর্ববর্তী প্রতিপক্ষ বাদীকে ওয়ার্কচার্জড ইষ্টাবলিসমেন্ট অস্থায়ী ও অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগদান করিয়াছেন মর্মে প্রকাশ করেন যাহা বে-আইনী হইতেছে। বাদী একজন নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় ইং ১৯৭২/৭৩ সালে অন্যান্যের সহিত বাদীকে নিয়মিত ইষ্টাবলিসমেন্টে প্রাপ্ত বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিয়া সন্তোষজনক পুলিশ ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে আত্মীকরণপূর্বক বাদীকে তথাকথিত নিয়মিত ও স্থায়ী করেন এবং আমলা পরীক্ষামূলক খামারে প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য পদ প্রদান করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা প্রদান করেন। বাদী স্থায়ী নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় ইং ১-৭-৭৭ তারিখ হইতে বিবাদীপক্ষ বাদীর অজ্ঞাতে ও অজান্তে বাদীকে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে কর্মরত মাষ্টার রোল কর্মচারী বর্ণনা করিয়া বাদীর প্রাপ্ত বেতন স্কেল ও গ্রেড একই লেবার পদে ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী হিসাবে পুনরায় আত্মীকরণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাদী তখন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী থাকেন না বা ওয়ার্কচার্জড ইষ্টাবলিসমেন্ট কি বাদী তাহা জানেন না। উক্ত তথাকথিত আত্মীকরণের সময় জাতীয় বেতন স্কেলে এবং গ্রেডে ১৩০-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০ টাকা স্কেলে নির্ধারিত বেতনে বাদী কর্মরত থাকেন এবং

নিয়োগ লাভের পর হইতে বাদী জাতীয় বেতন গ্রেড ও স্কেলে বেতন ও ভাতাদি নির্ধারিত ও প্রদত্ত হইয়াছেন এবং অন্যান্য নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় আর্নড লীভ, ক্যাজুয়াল লীভ ও মেডিকেল লীভ নগদ করণের সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাদী পরবর্তিতে জানিতে পারেন ইতিপূর্বে তাহাকে প্রদত্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা বিবাদী পক্ষ স্থগিত করিয়াছেন যাহা অন্যায়, বে-আইনী ও বাতিলযোগ্য। প্রতিপক্ষ আমলা পরীক্ষমূলক খামারে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরী বহি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। বাদীর চাকুরী বহিও বিবাদী পক্ষ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিয়াছেন। নিয়োগের তারিখ হইতে বাদীর চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ থাকে। বিবাদী পক্ষ কোন কোন কর্মচারীর চাকুরী বহি হইতে ১৯৭৭ ইং সাল পূর্ববর্তী অংশ বাদ দিয়া তাহার চাকুরী বহি পুনঃপ্রস্তত করিয়াছেন যাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বাতিলযোগ্য। ইতিপূর্বে বাদী বহুবার লিখিত ও মৌখিকভাবে নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদানের আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত না করায় বাদী ইং তারিখের মধ্যে বাদীকে নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিবার এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য করার জন্য ইং ১৫-১১-৯৪ তারিখে বিবাদীর নিকট দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্তে বাদী আরও উল্লেখ করেন যে ৩০-১১-৯৪ তারিখের মধ্যে বাদীর প্রার্থীত দাবী পূরণ না করিলে ৩০-১১-৯৪ তারিখ হইতে বিবাদী তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে। বিবাদী পক্ষগণ ৩০-১১-৯৪ ইং তারিখের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ করেন নাই। ফলে বাদী ক্ষুব্ধ হইয়া ১-১২-৯৪ তারিখে রেজিষ্টি ডাকযোগে বিবাদী পক্ষের নিকট গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাদী পক্ষ বাধ্য হইয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন। বাদী আরও উল্লেখ করেন যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন জিকে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্প এর জনৈক রাধাকান্ত অধিকারী বাদীর ন্যায় একই কারণে অত্র আদালতে আই, আর, ও ৩-৫৪/৮৯ নং মামলা দায়ের করিয়া তাহার অনুকূলে রায় প্রাপ্ত হন এবং বিবাদী উক্ত রায় কার্যকর করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কোন রীট হয় নাই। ফলে উক্ত রায় কার্যকর আছে।

বিবাদী পক্ষ অত্র মামলার একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর আরজীর সমুদয় বক্তব্য অস্বীকার করেন। সংক্ষেপে বিবাদীর মামলাটি নিম্নরূপ ঃ

বাদী একজন মাষ্টার রোল শ্রমিক ছিলেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৬৫ সালের সার্ভিস রুলের ১৮/১ ধারায় বর্ণিত দুই প্রকারের পদ (ক) রেগুলার এবং (খ) ক্যাজুয়াল পদের বিধান আছে। ওয়ার্কচার্জড পদ ক্যাজুয়াল শ্রেণীর আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস অর্ডার নং ৪৩৮ ডব্লিও, পি (সি, এস-১১ (ইষ্টাবলিসমেন্ট), তারিখ ১৮-৬-৭২ এবং সিদ্ধান্ত নং ৩২৫৯/১(৮) তারিখ ১৯-১১-৭২ ইং অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ ইং।তারিখের আদেশ মোতাবেক উক্ত তারিখ হইতে মাষ্টার রোল ইষ্টাবলিসমেন্ট হইতে রেগুলার ইষ্টাবলিসমেন্ট শ্রমিক পদে টাকা ৭০-১-৮৫-ইবি-২-৯৫ বেতন স্কেলে আত্মী করণ করা হয় (এ্যাবজরবর্ড), পরবর্তিতে আমলা পরীক্ষামূলক খামারের জন্য বা পা উ বো স্মারক নং ৫৮৪ ডব্লিও, ডি, বি (সেক্রেটারিয়েট)-২ (প্রশাসন) ১ম-১১২/৭৮, তারিখ ২৯-১০-৭৭ স্মারক দ্বারা ১-৭-৭৭ ইং তারিখ হইতে ১০০ জন ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক পদের অনুমোদন প্রদান করেন। পাউবো পরবর্তিতে উক্ত ২৯-১০-৭৭ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে ইং ২৮-২-৭৮ তারিখের স্মারক নং ২০৫-৮১(৭) এর মাধ্যমে দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য মাষ্টার রোলে কর্মরত শ্রমিকগণকে আমলা পরীক্ষামূলক খামারে জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেডে ১৩০-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০ টাকা স্কেলে ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকরূপে আত্মীকরণ করা হয়। দরখাস্তকারী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক হিসাবে ইং ১-৭-৭৭ তারিখে কাজে যোগদান করেন। উক্ত তারিখ হইতে

দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ফাইল ও চাকুরী বহি খোলা হয়। যোগদানের তারিখে অর্থাৎ ইং ১-৭-৭৭ তারিখে উল্লেখিত নির্দ্দিষ্ট বেতন স্কেলে দরখাস্তকারীর মূল বেতন ১৩০ টাকা নির্ধারিত হয়। পাউবো চাকুরী বিধি দ্বারা দরখাস্তকারীর চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। পাউবো চাকুরী বিধি ৩৯(২) ধারা মোতাবেক ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকের ২২/১ দিন আনর্ড লীভ পাওনা হয়। সর্ব্বোচ্চ ৪৫ দিনের বেশী অর্জিত ছুটি পাওনা হয় না। নিয়মিত কর্মচারীগণই কেবলমাত্র প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ভোগ করেন। দরখাস্তকারী ওয়ার্কচার্জড শ্রমিকহেতু দরখাস্তকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাদি পাইবার অধিকারী নহে। দরখাস্তকারী মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকারী কোন প্রকার প্রতিকার পাইবেন না। প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, রাধাকান্ত অধিকারী কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ পাউবো কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করেন নাই। উক্ত রায় এই বিবাদীগণের উপর নজির হিসাবে বাধ্যকর নহে।

বিচার্য্য বিষয়

১। বাদী তাহার আর্জিতে বর্ণিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও কেস রেকর্ড পর্য্যালোচনা করিলাম। বিবাদী পক্ষগণ লিখিত জবাবে বলেন যে, বাদীর প্রাথনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন মোতাবেক বারিত।

স্বীকৃত মতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পি ও ২৬/৭২ নং আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারায় উল্লেখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান, উক্ত আইনের তিন ধারার বিধান মোতাবেক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। সে কারণে বাদীকে প্রতিপক্ষের অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা যায়। নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে নিয়মিত ও স্থায়ী গণ্য করতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রাপ্তির প্রার্থনায় অত্র মামলা দাখিল করেন যাহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(এম), ২(বি), ৪ও ২০ ধারার আওতাভুক্ত। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি বাদীর প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ মোতাবেক বারিত নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বাদী নিয়োগের পর হইতে বিবাদী পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারীর এবং গ্রাইচুটি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদির প্রার্থনা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা মোতাবেক গ্রহণযোগ্য কি না ?

এখানে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ

Rule 4(2) of Boards(Employees) Rule, 1982. Defines—A permanent post shall be a post carrying a definite time scale of pay and sanctioned without limit of time.

Rule 2 (41) Defines—"Time scale of Pay means Pay which arises by periodical increments from a minimum to the maximum."

On his first appointment petitioner was appointed in the National scale which is a time scale of pay in terms of Rule 2(4). Section 2(M) of Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 defines permanent worker as one who has been engaged on a permanent basis or who has satisfactorily completed the period of probation in the Shop or the Commercial or Industrial Establishment.

বাদী তাহার সার্ভিস বহি দাখিল করিয়াছে। বাদীর সার্ভিস বহি, আর্জি এবং জবাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে বিরতীহীন ভাবে চাকুরী করিয়াছেন। সুতরাং বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী কর্মচারী। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী ১৯ ডি, এল, আর, এর ৭৭১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রুলিংটি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন যাহা নিম্নরূপ ঃ

"An employer holding an appointment of indefinite duration though described as temporary is entitled to the same protection under section 240 (3) of Government of India Act, 1935, as was available to permanent Govt. servants."

আমার বিবেচনায় উপরোক্ত রুলিংটি বাদীর মামলায় প্রযোজ্য। সুতরাং বাদী তাহার চাকুরীর নিয়োগের তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিক।

এখন প্রশ্ন হইল শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেলায় প্রযোজ্য কি না?

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তাহার কর্মচারীদের চাকুরী বিধি ১৯৮২ সালে তৈয়ার করেন যাহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৩৩ ধারার নথি মোতাবেক করা হয়। অধিকন্তু শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১ (৪বি) ধারা, ২ ধারা, ২ (এক) ধারা, ৩ ধারা এবং প্রেসিডেন্ট আদেশ ৫৯/৭২ আর্টিকেল ২৬-এ উল্লেখিত বিধিসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী বিবাদীর অধীনে একজন শ্রমিক হিসাবে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১) (বি) ধারা মোতাবেক প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। উক্ত আইনের ২৫ ধারা নিম্নরূপ ঃ—

Section 25, Grievance procedure (1)—Any individual worker who has a grievance in respect of any matter covered under this Act and intends to seek redress thereof under this section shall observe the following procedure.

Grievance of the petitioner are with regard to his service conditions covered under the above act and he has observed the procedure prescribed by section 25 of the said Act.

বাদী গ্রিভান্স দরখাস্ত তাহার চাকুরীর শর্ত সংক্রান্ত যাহা উপরোল্লিখিত বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিধি ৪, ২ (৪১) মোতাবেক বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একজন নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক। তাহাতে পি, ও ২৬/৭২ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮২ কোন বাধা নয়। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী এ প্রসঙ্গে ৪৫ ডি, এল, আর এর ২৯৩ পাতায় ১নং প্যারাগ্রাফ -এ

উল্লেখিত রুলিংটি প্রদান করেন যাহা নিম্নরূপ ঃ—

The Corporation has a right to frame its own rules concerning the condition of employment of workers as provided under the proviso to section 3 of Employment of Labour (Standing Orders) Act.

মামলার নথি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আদালত বিবাদী পক্ষকে বাদীর সার্ভিস বহি দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করেন কিন্তু বিবাদীপক্ষ তাহা দাখিল করেন নাই । বাদীপক্ষ তাহার সার্ভিস বহির ফটোকপি আদালতে দাখিল করিয়াছে । উক্ত সার্ভিস বহি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে প্রতি বৎসর বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলসমূহে বেতন নির্ধারণের সুবিধা, টাইম স্কেল, ক্যাজুয়াল, আর্নডলীভের সুবিধা অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীর ন্যায় যথারীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী লেবার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং তাহার পদটি একটি নিয়মিত ও স্থায়ী পদ এবং অদ্যাবধি তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত আছেন। এমতাবস্থায় সার্ভিস বহি ও অস্থায়ী না ওয়ার্কচার্জড শব্দটি কোন অবস্থাতেই বাদীর চাকুরীর নিয়মিত ও স্থায়ী শর্তাদির বিরুদ্ধে কার্যকর নহে।

এখানে দেখিতে হইবে যে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক গ্রিভান্স প্রসিডিউর প্রতিপালন করা হইয়াছে কি না ? নথিপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে বাদী রেজিষ্টি ডাকযোগে ১৫-১১-৯৪ইং তারিখে বিবাদী পক্ষের নিকট তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করতঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদানের আবেদন করিয়াছে। কিন্তু বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত ৩০-১১-৯৪ তারিখের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ না করায় ৩০-১১-৯৪ ইং তারিখে বিবাদী পক্ষ বাদীর দাবী নাকচ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হয় । তৎপর বাদী ১-১২-৯৪ তারিখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করে কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার গ্রিভান্স নিরসন না করায় বাধ্য হইয়া বাদী ১৭-১২-৯৪ ইং তারিখে অর্থাৎ আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্র মামলা দায়ের করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে, বাদীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় এবং বাদী তাহার আরজীতে উল্লেখিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী ।

ফলস্বরূপ মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, বাদীর মামলা দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় মঞ্জুর করা হইল। বাদী তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী গণ্যে বিধি মোতাবেক সকল সুযোগ সুবিধাদি পাইবে। অত্র আদেশ অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করিতে হইবে।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন,
চেয়ারম্যান,
বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা।

বিভাগীয় শ্রম আদালত,খুলনা

চেয়ারম্যান ঃ জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন।
সদস্য ঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম।
২। মতিয়ার রহমান ফারাজী।
মোকদ্দমা নং–সি–৪৪/৯২

বাদী ঃ শাহ আলম,পিতা তাইফুর আহমেদ তালুকদার,
গ্রাম টেংরাখালী, পোঃ টেংরাখালী,থানা কচুয়া,
জেলা বাগেরহাট।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ বেংগল টেক্সটাইল মিলস লিঃ-১
পক্ষে—উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নওয়াপাড়া, যশোর।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জনাব কামরুল হক সিদ্দিকী।
প্রতিপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জনাব এ, জেড,এম,দেলোয়ার হোসেন।
শুনানীর তারিখঃ ২৩-৭-৯৬ইং।
রায়ের তারিখঃ ৫-৮-৯৬ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মতে একটি মামলা। সংক্ষেপে বাদীর মামলার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

বাদী ১-১০-৮২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে ১নং মিলের উইন্ডিং বিভাগে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বাদীর অতীত চাকুরী রেকর্ড খুবই পরিচ্ছন্ন। বাদী প্রতিপক্ষ মিলের একমাত্র রেজিষ্টিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বাদী অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্য প্রতিপক্ষ তাহার উপর ক্ষুব্ধ থাকে। প্রতিপক্ষ মিলের এক্সটেনশন প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগ এবং মিলের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনিয়ম শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে সিবিএ নির্বাচনের পর পরই নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করে। বাদীও উক্ত সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে বাদীকে প্রতিপক্ষের কর্মকর্তাদের কোপানলে পড়িতে হয় এবং প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাগণ বাদীকে জব্দ করার ফন্দি খুজিতে থাকেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাহার কোন দোষ না পাইয়া এক হীন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। প্রথমে প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাগণ প্রলোভন দেখাইয়া কিছু দূর্ধর্ষ শ্রমিককে বেছে নেন। তাহাদের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন বিভক্ত করার চেষ্টা নেন। তারপর কিছু অস্ত্রধারী মাস্তান ভাড়া করে সংগ্রামী কর্মীদের উপর লেলাইয়া দেন এবং গত ইং ২৭-৩-৯২ তারিখ দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রামের নেতা কর্মীদের উপর হামলা করে প্রায় ৫০/৬০ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করে। তাহারা শ্রমিক আবাসিক এলাকায়ও হামলা করে যাহা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং মাস্তান বাহিনী প্রতিপক্ষের সাহায্যে ও সমর্থনে প্রতিদিন মিলগেটে নিয়মিত পাহারা দিতে থাকেন যাহাতে দুর্নীতি বিরোধী নেতা/কর্মীরা মিলে ঢুকিতে না পারে। বাদীসহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের এইভাবে মিলে ঢুকিতে না দিয়ে

অনুপস্থিত দেখিয়ে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কার্য করেন। বাদী ২৮-৩-৯২ ইং তারিখে কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে মিল গেটে পৌছে সশস্ত্র হামলার মুখে মিলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া জীবন নিয়ে কোন রকমে পালাইয়া আসেন। হামলাকারীরা বাদীকে এই মর্মে হুমকি প্রদান করেন যে মিলের আশে পাশে কোথাও দেখা গেলেই গুলি করে মারা হইবে। ফলে জীবন নাশের ভয়ে মিলের পাশে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের ফেলে বাদী গ্রামের বাড়ীতে চলে যায়। বাদী ডাঃ উৎপল কুমার দেবনাথের নিকট চিকিৎসাধীন থাকেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রামে থাকিবার জন্য ডাক্তারী সনদপত্রসহ একটি ছুটির দরখাস্ত ইং ১-৪-৯২ তারিখে রেজিষ্টি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন।

গত ১-৬-৯২ তারিখে বাদী লোক মুখে জানিতে পারেন যে ইং ১৭-৫-৯২ তারিখে প্রতিপক্ষ বাদীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করিয়াছেন কিন্তু বাদী কোন বরখাস্ত পত্র পান নাই। প্রতিপক্ষ এইভাবে বাদীকে বরখাস্ত করা অন্যায়,বেআইনী ও প্রচলিত শ্রম আইনের পরিপন্থী। বাদী কোন অভিযোগে বরখাস্ত হইয়াছেন এবং সেই মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই পান নাই। প্রতিপক্ষ বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পত্র ইস্যু না করিয়া সশস্ত্র মাস্তান বাহিনী দ্বারা মিল অভ্যন্তরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতঃ এইভাবে বরখাস্ত করা আইনতঃ বাতিলযোগ্য।

ইং ১-৬-৯২ তারিখে লোক মুখে বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাদী ১০-৬-৯২ইং তারিখে রেজিষ্টি এ/ডি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রেরণ করেন । কিন্তু প্রতিপক্ষ বাদীর গ্রিভান্স নিরসন করেন নাই বা বরখাস্ত পত্রের কোন কপিও পাঠান নাই । ফলে বাধ্য হইয়া সকল বকেয়া বেতনের দাবীতে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য বাদী অত্র আদালতে অত্র মামলা দায়ের করেন।

বিবাদী মামলায় একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর আর্জিতে বর্ণিত সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন । বিবাদী পক্ষের মামলা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-

বাদীর অতীত চাকুরীর রেকর্ড আদৌ ভাল নহে। তাহাকে ১৫-৭-৮৮ তারিখে একবার সর্তক করা হয় । বাদী ২৮-৩-৯২ তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে মিলে অনুপস্থিত থাকে । বাদীর নিকট হইতে একটি ডাক্তারী সনদপত্র পাওয়ার পর উহা মিলের ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং সেই মোতাবেক ডাক্তার বাদীকে ৪ দিনের মধ্যে মিল মেডিকেল সেন্টারে হাজির হওয়ার জন্য ১১-৪-৯২ তারিখে পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু বাদী মিল মেডিকেল সেন্টারে নির্দেশ মতে হাজির হয় নাই এবং বাদীর বিরুদ্ধে ২২-৪-৯২ তারিখে রেজিঃ ডাকে চার্জশীট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বাদী কোন জবাব প্রদান করেন নাই এবং অভিযোগ তদন্তের জন্য বিবাদী পক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ইং ৫-৫-৯২ তারিখে রেজিষ্টি ডাকযোগে উহার কপি বাদীর নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বাদী তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয় নাই। ফলে বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এক তরফা ভাবে তদন্ত কমিটি তদন্ত করেন এবং বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন এবং ১৭-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় । বাদী কোন গ্রিভাস দরখাস্ত দাখিল করেন নাই। বাদীকে সঠিকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে । বাদীর মামলাটি খারিজ হইবে।

বিচার্য বিষয় নিম্নরূপঃ

১। বাদী কি তাহার আর্জিতে বর্ণিত প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

সওয়াল জবাব শ্রবণকালে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, বিবাদী পক্ষ ১৭-৬-৯২ ইং তারিখে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া যে আদেশ প্রদান করেন তাহা অন্যায়, অবৈধ, উদ্দেশ্যমূলক এবং উক্ত বরখাস্ত আদেশ বাতিলযোগ্য । অপর দিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী পেশ করেন যে, ১৭-৫-৯২ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ সঠিক হইয়াছে। বাদী শাহ আলম নিজে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে পরীক্ষিত হন । তাহার দাখিলী কাগজ পত্র নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ

১। প্রদ ঃ ১— ২৬-১০-৮২ তারিখে চাকুরীতে স্থায়ীকরণ সম্পর্কে বিবাদীর পত্র,
২। প্রদ ঃ ২—মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রেরণের পোষ্টাল রশিদ,
৩। প্রদ ঃ ৩—১০-৬-৯২ ইং তারিখে প্রেরিত বাদীর গ্রিভ্যান্স দরখাস্ত;
৪। প্রদ ঃ ৩(ক)—পোষ্টাল রশিদ,
৫। প্রদ ঃ ৩ (খ)—পোষ্টাল এ/ডি শ্লিপ।

বিবাদী পক্ষে শেখ আবুয়াল হোসেন, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ও, পি, ডব্লিও-১ হিসাবে আদালতে পরীক্ষিত হন এবং তাহাদের দাখিলী কাগজ পত্রাদি নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শিত হয়ঃ

১। প্রদ ঃ ক—১২-৪-৯২ তারিখে বাদীকে মিল মেডিকেল সেন্টারে হাজির হওয়ার পত্র,
২। প্রদ ঃ খ—২৫-৪-৯২ তারিখে বাদী প্রদত্ত অভিযোগ পত্র,
৩। প্রদ ঃ গ—৫-৫-৯২ ইং তারিখে দেয় তদন্ত নোটিশ,
৪। প্রদ ঃ ঘ—তদন্ত প্রতিবেদন,
৫। প্রদ ঃ ঘ (১)—তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ম্যানেজারের ইন্ডোর্সমেন্ট,
৬। প্রদ ঃ ঙ—১৭-৫-৯২ ইং তারিখে বাদীকে দেয় বরখাস্ত পত্র,
৭। প্রদ ঃ চ—ডাক্তারী সনদপত্র,
৮। প্রদ ঃ চ (১)—একখানি খাম।

স্বীকৃত বাদী মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ১-১০-৯২ইং তারিখে প্রতিপক্ষের অধীন ১নং মিলে উইন্ডিং বিভাগে উইন্ডার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বিবাদী পক্ষ অভিযোগ নামা প্রদঃ "খ" মূলে বাদীর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করেনঃ

" আপনি কোন প্রকার ছুটি না নিয়া বা মিল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে গত ২৮-৩-৯২ইং তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে মিলের কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অসুস্থতার অজুহাতে ডাক্তারী সনদ পত্র প্রেরণ করেন। যাহার প্রেক্ষিতে সূত্র নং বিটি এম/শ্রম-১৪৫৯/৯২/১৬৭/২৬৩৫, তাং ১২-৪-৯২ ইং এর মাধ্যমে আপনাকে মিলের মেডিকেল সেন্টারে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। আপনি উক্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এর তোয়াক্কা না করিয়া খাম-খেয়ালীভাবে মিলের কাজে অনুপস্থিতি অব্যাহত রাখিয়াছেন। আপনি অননুমোদিতভাবে মিলের কাজে অনুপস্থিত এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন বিধায় ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭ (৩) ধারা মতে অসদাচরণের দায়ে দোষী। ".

ও,পি, ডব্লিও-১ শেখ আবুয়াল হোসেন, সহঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রতিপক্ষ বেংগল টেক্সটাইল মিল জবানবন্দীতে বলেন যে বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা ছিল না এবং তাহার দাখিলী মেডিকেল সনদ পত্র ঠিক নহে এবং ইহার সহিত কোন ছুটির দরখাস্ত ছিল না এবং প্রতিপক্ষ ১২-৪-৯২ তারিখের পত্র প্রদঃ ক দ্বারা মিল মেডিকেল অফিসারের নিকট বাদীকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু বাদী মেডিকেল

সেন্টারে হাজির না হওয়ায় ২৬-৪-৯২ তারিখে তাহার বিরুদ্ধে চার্জশীট করা হয় এবং বাদী অভিযাগ পত্রের কোন জবাব না দিলে তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ উহার সামনে হাজির হওয়ার জন্য ৫-৫-৯২ তারিখে তদন্ত নোটিশ প্রদঃ গ প্রদান করা হয় এবং বাদী তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন নাই । তদন্ত কমিটি এক তরফা রিপোর্ট দাখিল করেন। তাহার সাক্ষ্য মতে তদন্ত কার্যক্রম এবং তদন্ত রিপোর্ট প্রদঃ ঘ সিরিজ প্রদর্শিত হয় । তিনি আরও বলেন যে, মিল কর্তৃপক্ষ কোন গ্রিভান্স দরখাস্ত পান নাই । বাদী পক্ষ ও, পি, ডব্লিও-১ কে বিস্তারিত জেরা করেন কিন্তু তাহার সাক্ষ্য নড়বড় হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। তদন্ত কার্যক্রম ও তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ ঘ সিরিজ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মুরাদ আলী, সহঃ প্রকৌশলী, বিদ্যুত, সদস্য-সচিব, মুজিবর রহমান, সহঃ বাণিজ্য কর্মকর্তা মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং মেডিকেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে অভিযুক্ত শাহ আলম, উইন্ডার কার্ড নং ১৪৫৯ ইং ৯-৫-৯২ তারিখে মেডিকেল সেন্টারে হাজির হন নাই এবং মেডিকেল ছুটির জন্য কোন আবেদন কিংবা কোন মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই। উক্ত তদন্ত কমিটি নিরাপত্তা বিভাগের ৭ জন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারেন যে, অভিযুক্ত পদে শাহ আলম ৯-৫-৯২ তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা হইতে ১২-৩০টা পর্য্যন্ত মিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই।

তদন্ত কমিটি তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে বাদী ইং ২৮-৬-৯২ তারিখ হইতে অনুমোদিতভাবে মিলের কাজে অনুপস্থিত থাকেন এবং তাহাকে মিল কর্তৃপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া সত্বেও বাদী তাহা গ্রহণ করেন নাই এবং বাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ এর নিকট তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া বরখাস্ত পত্র প্রদঃ ঙ ইস্যু করেন। বাদী পক্ষে ইং ২৮-৩-৯২ হইতে অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করেন যাহার ফটো কপি প্রদঃ ২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষের নিকট বাদী কর্তৃক প্রেরিত মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদঃ ছ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত সার্টিফিকেটের উপর নিম্নলিখিত endorsement দেওয়া আছে ।

"সত্বর সনদ পত্রকারীকে চিকিৎসা কেন্দ্রে হাজির হওয়ার জন্য লিখুন" কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেটকে ভুয়া বলিয়া অভিযোগ দিয়াছেন। বাদী পক্ষ সনদপত্র প্রদানকারী ডাঃ উৎপল কুমার দেবনাথকে আদালতে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন নাই। এমন কি বাদীকে দেওয়া কোন ব্যবস্থাপত্র আদালতে দাখিল হয় নাই বিধায় উক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট এর মধ্যে উল্লেখিত অসুখের কথা মিথ্যা ও বানোয়াট বলিয়া বিবেচিত হইল।

বাদী পক্ষে আরজির ৩নং প্যারায় অভিযোগ করেন যে অস্ত্রধারী মাস্তান বাহিনী ২৭-৩-৯২ তারিখে দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রামী নেতা কর্মীদের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া ৫০/৬০ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করিলে এবং তাহারা শ্রমিক আবাসিক এলাকায় হামলা করিলে এবং মিলের কর্মকর্তাদের লেলাইয়া দেওয়া মাস্তান বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্যবস্তু (target)বাদী ২৮-৩-৯২ তারিখে কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র হামলার মুখে মিলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া জীবন নিয়া কোন মতে পালাইয়া যান এবং মিলের পাশে বসবাসরত পরিবারবর্গের সদস্যদেরকে ফেলিয়া রাঁখিয়া তাহার গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যান। উক্ত অভিযোগের সমর্থনে বাদী ব্যতীত অন্য কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী দ্বারা সমর্থিত হয় না বিধায় তাহার একক বক্তব্য কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং বাদী আর্জিতে উল্লেখিত অভিযোগ প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি এই অভিমত পোষণ করি যে, বাদীর বিরুদ্ধে এক বরফা তদন্তে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না এবং বাদীর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত তদন্ত আইনানুগ হইয়াছে। কাজেই প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বরখাস্ত আদেশ প্রদ ঃ ঙ হস্তক্ষেপযোগ্য নহে।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী প্রতিপক্ষ মিলের ডেচপ্যাচ রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে প্রেরিত খাম ফেরত আসার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বক্তব্য রাখেন যে, বাদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত কোন পত্র, অভিযোগ নামা, বরখাস্ত আদেশ পত্র, ইত্যাদি প্রাপ্ত হন নাই। বাদী ২৮-৩-৯২ তারিখে মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবার সময় কোন ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন মর্মে তাহার পক্ষ হইতে উহার কোন অনুলিপি আদালতে দাখিল হয় নাই এবং প্রতিপক্ষের পক্ষ হইতেও কোন ছুটির দরখাস্ত আদালতে দাখিল হয় নাই। কোন ঠিকানায় ইং ২৮-৩-৯২ তারিখ হইতে বাদী বসবাস করিয়াছেন তাহা প্রতিপক্ষকে জানানো হয় নাই। তাই ইহা প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ বাদীর অস্থায়ী ও স্থায়ী ঠিকানায় উপরোক্ত অভিযোগনামা, বরখাস্তপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করেন। আরজীতে বাদীর নিম্নলিখিত ঠিকানা উল্লেখ আছে, "গ্রাম টেংরাখালী, ডাকঘর টেংরাখালী, থানা কচুয়া, জেলা বাগেরহাট"। উক্ত ঠিকানা খামে উল্লেখিত ঠিকানা হইতে পৃথক এবং বাদীর আরজীতে উল্লেখিত ঠিকানা তাহার নিয়োগকারী প্রতিপক্ষকে অবহিত করেন নাই। বাদী স্থায়ী এবং অস্থায়ী ঠিকানায় বসবাস না করিয়া আরজীতে উল্লেখিত ঠিকানায় বসবাস করিলে প্রতিপক্ষের পক্ষে তাহা জানা এবং ঐ ঠিকানায় যোগাযোগ করা সম্ভবপর ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি বিজ্ঞ কৌশুলীর যুক্তি তর্কের মধ্যে কোন সারমর্ম খুজিয়া পাই না।

উপরোল্লিখিত আলোচনা, সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং মামলার সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতঃ আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে বাদী তাহার মামলা প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন। এমতাবস্থায় বাদীর দাখিলী ইং ১০-৬-৯২ তারিখের গ্রিভান্স দরখাস্তের উপর আলোচনা নিরর্থক। বাদী তাহার আর্জিতে বর্ণিত প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহে।

ফলস্বরূপ মামলাটি খারিজযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ

হইল যে, বাদীর মামলা দ্বিপাক্ষিক বিচারে বিনা খরচায় খারিজ হইল।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
চেয়ারম্যান,
বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।